নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা
আলিপুর বার্তা
সারা বাংলা জুড়ে

শিক্ষাঙ্গন
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ০৩ সংখ্যা, ২১ কার্ত্তিক – ২৭ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ঃ ০৮ নভেম্বর – ১৪ নভেম্বর, ২০২৫
Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 03, 08 November - 14 November, 2025
৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কলকাতার রাজপথ থেকে গলি কি এখন দুষ্কৃতীদের

আস্তানা? প্রশ্নটা তুলে দিল সিঁথি। দিনের আলোয় রাস্তার উপর প্রকাশ্যে রিভলবার দেখিয়ে লুঠ হয়ে গেল ৩ কোটি টাকার সোনা। উত্তর জানতে সকলে তাকিয়ে পুলিশের তদন্তের দিকে।

রবিবার : অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকুলাম জেলার খুশিবুগ্গার বেঙ্কটেশ্বর স্বামী

মন্দিরে কার্তিক পূর্ণিমা উপলক্ষে বিশেষ পুজোয় প্রচন্ড ভিড়ের চাপে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ১০ জন পুন্যার্থীর। কাঠগড়ায় মন্দির কর্তৃপক্ষ।

সোমবার : মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়নের তৃষ্ণা

মিটলো ভারতের। হরমনপ্রীতরা সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ও ফাইনালে সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়ে ভারতীয় নারীদের প্রতিষ্ঠা করল ক্রিকেটের ময়দানে। আনন্দে আত্মহারা সারা ভারত।

মঙ্গলবার : শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পর এবার ৩৫১২ জন অযোগ্য

শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। এর সঙ্গে ২৯৮৯ টি গ্রুপ সি এবং ৫৪৮৮ টি গ্রুপ ডি শূন্যপদে নিয়োগের আবেদন করার লিঙ্কও প্রকাশ করা হয় কমিশনের সাইটে।

বুধবার : বাড়িতে না থাকলেও চিন্তা নেই। বাড়িতে থাকা বাবা,

মা ও আত্মীয়রাও জমা করতে পারবেন এসআইআর ফর্ম। চলতি এসআইআর প্রক্রিয়ায় নতুন করে এই সুবিধার কথা ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। এই সুবিধা ছিল না বিহারের এসআইআরএ।

বৃহস্পতিবার: নভেম্বর হল দেশ জুড়ে পেনশনারদের লাইফ

সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার মাস। ব্যাঙ্কে গিয়ে বয়স্কদের হয়রানি আটকাতে স্মার্টফোনের মাধ্যমে মুখমন্ডল শনাক্তকরণ পদ্ধতি চালু করতে নাকি শিবির করছে ব্যাঙ্কগুলি। তবে বাস্তবে তার দেখা মেলা ভার।

শুক্রবার: সাম্প্রতিক এসআইআর-এর পর প্রথম দফার

বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল বিহারে। ১২১টি কেন্দ্রে সব মিলিয়ে ভোট দানের হার নজির গড়ল। গড়ে ভোট পড়ল প্রায় ৬৫ শতাংশ। মহিলাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাড়ছে রাজনৈতিক চাপ
বঙ্গের এসআইআরে কড়া নজরদারি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বিক্ষোভ, বিতর্কের পর রাজ্যের শাসকদলের হুমকিকে পরোয়া না করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন শেষমেশ পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হয়েছে। ভারতের আরও ১১টি রাজ্যেও শুরু হয়েছে এসআইআর। তবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নজরে এমন কিছু তথ্য এসেছে যার ফলে এ রাজ্যের এসআইআরে কড়া নজরদারি করছে কমিশন। সম্প্রতি কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে বিএলএকে ফরম দিলেই তা বাতিল হতে পারে। এসআইআরের ফর্ম নিতে হবে কমিশনের নির্দিষ্ট বিএলওদের কাছ থেকেই। তাঁদের কাছ থেকে দুটি ফর্ম নিতে হবে। একটি ফিলাপ করে নিজে রাখতে হবে এবং অন্যটি সই করিয়ে বিএলও নিয়ে যাবে। রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বিএলএদের এতে কোনও ভূমিকা নেই। তাদের কাছ থেকে ফর্ম নেওয়া যাবে না এবং দেওয়াও যাবে না। যদিও এখন রাজ্য জুড়ে চোখে পড়ছে শাসকদলের ভোট রক্ষা শিবির নামে একটি করে ক্যাম্প। যেখান থেকে শাসকদলের প্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষকে

এসআইআরের ব্যাপারে সচেতন করছে। কোথাও কোথাও তাদের ফর্ম দিয়ে ফিলাপ করানো হচ্ছে। এই বিষয়টি আদৌ বৈধ নয় বলে কমিশন জানিয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখার আগে পর্যন্ত কমিশন সূত্রে জানা গেছে ইতিমধ্যেই ২ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ এনুমারেশন ফর্ম পেয়ে গেছে। বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে কমিশন জানিয়েছে ২০০২ সালে তাদের বাপের বাড়ির এলাকায় যেখানে ভোটার লিস্টে নাম ছিল সেটা দেখতে হবে তা না হলে তার জন্মের সার্টিফিকেট এবং বাবা মায়ের শংসাপত্র দিতে হবে।

এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে তখন উত্তরবঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশন জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে একটি বৈঠক করছে। সেই বৈঠক সূত্রে জানা যাচ্ছে কোন ক্ষেত্রে অনিয়ম করলে কপালে জুটবে শাস্তি। একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে ২৫৩ টি বুথের মধ্যে ৬৭টি বুথে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং হেলপারকে নিয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইআরও যারা দায়িত্বে ছিলেন তাদের ইতিমধ্যেই ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে। খড়দহ বিধানসভাতেও ৬৩ জন কর্মী ও হেলপারকে নিয়োগ করা হয়েছে। এই সমস্ত তথ্য ইতিমধ্যেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে গিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

মতুয়া ভাঙন রোধে তৃতীয় সংগঠন ঠাকুরবাড়িতে

কল্যাণ রায়চৌধুরি

উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে মতুয়া সম্প্রদায়ের তীর্থক্ষেত্র ঠাকুরবাড়িতে ইতিপূর্বে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘ দুটি ভাগে বিভক্ত যার একটি ভাগের সঙ্ঘাধিপতি রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ তথা প্রয়াত প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের স্ত্রী মমতা বালা ঠাকুর। অপর ভাগের সঙ্ঘাধিপতি বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। অতি সম্প্রতি এই দুইভাগের সঙ্গে আরও একটি ভাগের সংযোজন হল। যার সঙ্ঘাধিপতি হলেন গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। ইতিপূর্বে সিএএ আইন কার্যকর হওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ ও চাপান-উতোর দেখেছে বাংলা। এবার ভোটার তালিকায় এসআইআর অর্থাৎ বিশেষ নিবিড় সংশোধন ঘিরে

সেই দ্বন্দ নতুন মাত্রা পেতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। তাঁদের মতে আগামী ২৬-এর নির্বাচনে মতুয়াদের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। একারণে তৃণমূল-বিজেপি দু'পক্ষই মতুয়াদের নিজেদের অনুকূলে রাখতে তৎপর। গত কয়েকটি নির্বাচনে মতুয়াদের বড়-অংশের ভোট পেয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে, তৃণমূল মতুয়াদের হারানো ভোটব্যাঙ্ক ফিরে পেতে মরীয়া।

তৃণমূল সাংসদ মমতাবালার অভিযোগ, এসআইআর-এর আড়ালে মতুয়াদের একটা বড় অংশের নাম বাদ দেবার একটা সুকৌশলী চক্রান্ত চালাচ্ছে কেন্দ্র। এই অভিযোগকে সামনে রেখে মমতাবালা আমরণ অনশনের কথাও ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে নতুন সঙ্ঘাধিপতি সুব্রত ঠাকুর তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'মমতাবালা ঠিক কথা বলছেন না।

এরপর পাঁচের পাতায়

চলছে নভেম্বর জল্পনা

ওঙ্কার মিত্র

এসআইআর টানাপোড়েনের মাঝে সাম্প্রতিক ঘটনা পরম্পরায় চলতি নভেম্বর নিয়ে জল্পনা বাড়ছে এ রাজ্যের জনমানসে। গত বৃহস্পতিবার বালি পাচারে ইডির হাতে প্রথম গ্রেফতার হল পশ্চিমবঙ্গে। আগামী ১৪ নভেম্বর বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল এ রাজ্যের রাজনীতিতে যে অনেকটা প্রভাব ফেলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরপরেই নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় আদালতে চার্জশিট জমা পড়বে বলে সূত্রের খবর। এর মধ্যেই জল্পনা বাড়িয়েছে শাসক দলের অন্দরের বেরিয়ে পড়া খবর। আশঙ্কা এই মাসেই নাকি ধরা পড়তে পারেন কিছু মন্ত্রী ও নেতা। তাই নিয়েও চর্চা চলছে পথে ঘাটে, চায়ের দোকানে। এই মাসেই প্রায় শেষ হয়ে যাবে এসআইআর। তা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক যে তুঙ্গে উঠবে তা বোঝা যাচ্ছে শাসক ও বিরোধীদের মরণপণ লড়াইয়ের অঙ্গীকারে।

এ রাজ্যের প্রেক্ষিতে চলতি নভেম্বর ঘটনাবহুল হতে চলেছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। বিশেষজ্ঞদের মতে বিহারের নির্বাচনে যদি এনডিএ জেতে তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি অবশ্যই বাড়তি অক্সিজেন পাবে। তাদের দাপাদাপি আরও বাড়বে। আর যদি ইন্ডি জোট সফল হয় তাহলে বিজেপির পক্ষে রাজ্যের নির্বাচন আরও কঠিন হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে এসআইআর তালিকা বড় ভূমিকা নেবে নির্বাচনে। আদৌ বাংলা থেকে ভুয়ো ভোটার সরানো সম্ভব হবে কিনা তা নিয়েও চর্চা এখন তুঙ্গে।

২০০৩ এর তালিকা কুলপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপিতে ভোটার তালিকা নিয়ে তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের নতুন ওয়েবসাইটে কুলপি বিধানসভার যে ভোটার তালিকা আপলোড করা হয়েছে, তা ২০০২ সালের নয়, ২০০৩ সালের। সেখানে স্পষ্ট লেখা রয়েছে ওই খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি। এই ঘটনায় সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সুপ্রিয়ো হালদার। তার অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের খামখেয়ালিপনা এবং কেন্দ্রের বঞ্চনার কারণেই এমন বিভ্রান্তি।

এরপর পাঁচের পাতায়

'বন্দে মাতরম' সুতোয় গাঁথা হল ভারতের মুক্তির সংগ্রাম

প্রণব গুহ

চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে বন্দেমাতরম ভবন

পলাশির প্রান্তরে ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ক্লাইভের কাছে হার মানতে হল বাংলার নবাব সিরাজকে। ১৭৬৫ তে দিল্লি থেকে বাংলা-বিহারের দেওয়ানি পেয়ে অপ্রতিরোধ্য ব্রিটিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল ফকির-সন্ন্যাসীদের উপর। ১৮০০ সাল অবধি এই দীর্ঘ বিদ্রোহ চললেও তাও দমন করে দেয় ব্রিটিশ। এরপর ১৮৫৭ তে গর্জে ওঠে সিপাহীরা। এর সঙ্গে ভারতের নানা প্রান্তে ছোটখাটো বিদ্রোহ জন্ম নিলেও সবই নিভে যায় ব্রিটিশের দোর্দন্ড প্রতাপে। সত্যি কথা বলতে কি কোনো অভ্যুত্থানই ছড়িয়ে পড়তে পারেনি নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানে বিভক্ত আপামর ভারতে।

এর প্রায় তিন দশক পর সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলমে জন্ম নিল দেশমাতৃকা বন্দনা 'বন্দে মাতরম'। কেউ বলে ১৮৭৫ আবার কেউ বলে ১৮৭৬ এর ৭ নভেম্বর জন্মেছিল এই সঙ্গীত। বিতর্ক রয়েছে স্থান নিয়েও। কারো মতে এই সঙ্গীতের আতুর ঘর হুগলির চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের বাড়ি। সেটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে বন্দে মাতরম ভবন বলে। কারো মতে তা ২৪ পরগনার নৈহাটির কাঁঠালপাড়া। জন্মস্থান ও সাল নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক পৃথিবীতে সম্ভবত এই একটিমাত্র সঙ্গীত যেটা জন্মাবার ৩০ বছর পর স্রষ্টা ও সৃষ্টিকাল অতিক্রম করে একটি জাতিকে মুক্তি পথের সন্ধান দেয়। আসলে ভারতের বিবিধের মাঝে ১৮৮২ সালে আনন্দ মঠ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভারতমাতার ছবি আঁকলেন এবং তাকে বন্দনা করার যে গীত রচনা করলেন সেটাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রান্তের মুক্তি সংগ্রামকে বাঁধলো এক সুতোয়। সব দেবতাকে সরিয়ে ভারতমাতাকে হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে বললেন বঙ্কিম চন্দ্র। বললেন,

বাহুতে তুমি মা শক্তি/হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি/
তোমারই প্রতিমা গড়ি/
মন্দিরে মন্দিরে।।

টুকরো টুকরো বিদ্রোহকে জুড়তে যে সুতোর দরকার ছিল সেটাই দিয়ে গেলেন বঙ্কিম। জুড়ে গেল সারা ভারতবর্ষ।

এরপর পাঁচের পাতায়

উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণাণ মনে করেন নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়নি

ড.জয়ন্ত চৌধুরী

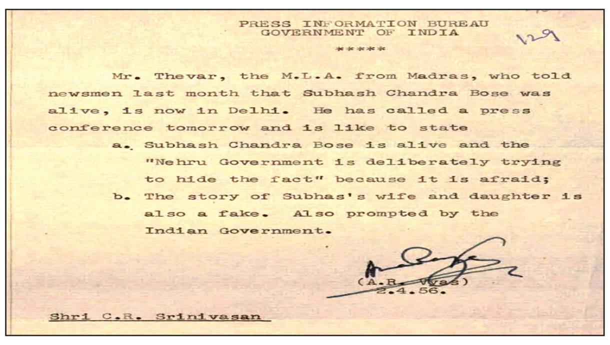
PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
*****

Mr. Thevar, the M.L.A. from Madras, who told newsmen last month that Subhash Chandra Bose was alive, is now in Delhi. He has called a press conference tomorrow and is like to state

a. Subhash Chandra Bose is alive and the "Nehru Government is deliberately trying to hide the fact" because it is afraid;

b. The story of Subhas's wife and daughter is also a fake. Also prompted by the Indian Government.

(A.R. Vyas)
2.4.56.

Shri C.R. Srinivasan

ইতিহাসের চাকা বোধহয় এমন করেই তার নিজস্ব জায়গা করে নেয় এগিয়ে যাবার জন্য। দক্ষিণ ভারতের একদা প্রথম উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণান সোভিয়েত রাশিয়ায় দ্বিতীয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন নেতাজির অবস্থানের সংবাদ জেনেও তৎকালীন শাসক জহরলাল নেহেরুর চাপে দেশবাসীর কাছে প্রকাশ্যে সত্য বলতে পারেনি। জহরলাল নেহেরু সেই রাধাকৃষ্ণাণকে পুরস্কার স্বরূপ পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি বানিয়েছিলেন। বহু যুগ পরে সেই দক্ষিণ ভারতীয় আর এক রাধাকৃষ্ণান প্রকাশ্য মঞ্চেই জানালেন তাঁর বিশ্বাস নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাননি।

এরপর পাঁচের পাতায়

বারাণসীর আধ্যাত্মিক পরিবেশে এক টুকরো 'মিনি বেঙ্গল'

কুনাল মালিক, বারাণসী

ভারতবর্ষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার অন্যতম রাজধানী হল উত্তরপ্রদেশের বারাণসী। বরুনা ও অসি নদীর সঙ্গমস্থলে গড়ে উঠেছে কাশি বিশ্বনাথের অভূতপূর্ব মন্দির। প্রতিদিনই দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পুণ্যার্থী পর্যটকরা বারাণসীতে ভিড় জমাচ্ছেন। সম্প্রতি বারাণসীত এসে কাশি বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকা ভ্রমণ করার পর স্থানীয় সূত্রে জানতে পারলাম দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে উঠে গোধুলিয়া চকের দিকে যাবার আগে বাঁদিকে একটি প্রায় ২ কিলোমিটার গলির মধ্যে রাস্তা চলে গেছে। ওই ২ কিলোমিটার রাস্তার দুদিকে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসে আছেন এবং তাদের বাড়িও ওইখানে। এই জায়গাটাকে বলা হয় 'বাঙ্গালী টোলা'। বাঙালি টোল থেকে বাঙালি টোলার বিবর্তন। বহু বছর পূর্বে এই সমস্ত টোলে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাদান

করা হত। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর পায়ে পায়ে ওই বাঙালি টোলাতেই এগিয়ে চললাম। গলিতে ঢোকার মুখেই চোখে পড়লো পুরো উত্তর কলকাতার ধাঁচের পরিবেশে বাবা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দোকানের মালিক এক গাল হেসে বললেন, কি চাই? আমি বললাম, আপনি কি বাঙালি? তিনি এক গাল হেসে বললেন, আমরা এখানে সবাই বাঙালি। ভদ্রলোকের নাম বিশ্বনাথ ঘোষ। তাদের আদি বাড়ি ছিল পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায়। তিনি জানালেন, বংশ পরম্পরায় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ বছর এই বাঙালি টোলায় আছেন এবং মিষ্টির ব্যবসা করছেন। ওই ভদ্রলোকের একটি 'বাবা দর্শনম' বলে হোমস্টেও আছে। তার থেকেই জানলাম, বাঙালি টোলায় প্রায় আড়াই লক্ষ বাঙালি বসবাস করেন। বাঙালিদের পাশাপাশি অবাঙালীরাও বাংলার মিষ্টি খুব ভালোবাসে। তবে ওই ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, আপনাদের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের থেকে আমরা এখানে খুব ভালো আছি। আমি বললাম কেন? উত্তরে ভদ্রলোক জানালেন, আপনাদের ওখানে প্রতিদিনই টিভিতে দেখি বিভিন্ন রাজনৈতিক গণ্ডগোল লেগেই আছে। ওখানকার সনাতনী বাঙালিরা ভালো নেই।

ছবি : মহুয়া মালিক

এরপর পাঁচের পাতায়

কাজের খবর

অর্থনীতি

বিহার ইলেকশনের দিকে তাকিয়ে বাজার

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

বিগত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখায় আমরা লিখেছিলাম বাজারে ২৫,৮০০ ভালো সাপোর্ট রয়েছে এই লেখা যখন লিখছি অর্থাৎ বুধবার পারে কিনা সেদিকে নজর রয়েছে বিনিয়োগকারীদের। তার সাথে রয়েছে বিভিন্ন কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল যা ও বাজারকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করছে। ২৫,৭৭০ এর উপরের লেভেল হচ্ছে ২৬ হাজার এবং ২৬২০০,

বাজার বন্ধ এবং এই সাপোর্ট ব্রেক করে বাজার নিচে চলছে। এখন এই পর্যায়ে বাজার নিচের দিকে ২৫৪৫০ পর্যন্ত আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং উপরের দিকে যতক্ষণ না ২৫৭৭০ এর উপর বন্ধ হচ্ছে। ততক্ষণ বাজারে প্রেসার থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই মাসেই রয়েছে বিহারের ইলেকশন এবং সেখানে কি হয় অর্থাৎ বিজেপি ক্ষমতায় আসতে আর নিচের দিকে ২৫,৪৫০ খুব বড় রকমের সাপোর্ট লেভেল যা ভাঙ্গার সম্ভাবনা খুব কম বলে মনে হচ্ছে এখনো পর্যন্ত এবং যদি কোন কারণেই এই লেভেলের কাছাকাছি আসে তবে আবার কেনাকাটা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই বাজার এখন খবরমুখী। এই খবরই আগামীদিনে বাজার কোথায় যাবে তার দিক নির্দেশ করবে।

জেনে রাখা দরকার

কুচিপুড়ি

কুচিপুড়ি, অন্ধ্রপ্রদেশের নৃত্যনাট্য। এর ব্যাকরণগত কাঠামোটি নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ করে। কর্ণাটকি সঙ্গীতের সঙ্গে পরিবেশিত এই নৃত্যনাট্যের সবকটি উপাদানের সঙ্গেই ভরতনাট্যম–এর মিল আছে। সিদ্ধেন্দ্র যোগী এই নৃত্যনাট্যের মূল কাঠামোর সৃষ্টিকর্তা। কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যের জন্মস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের কৃষ্ণা জেলার কুচিপুড়ি গ্রামে। এখান থেকেই এই নৃত্যনাট্যের মূল কাঠামোটির প্রচলন। এই নৃত্যধারা একান্তভাবেই পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। তবে, বর্তমানে মেয়েরাই এই নৃত্য পরিবেশন করে। কুচিপুড়ি নৃত্যশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য তরঙ্গম। এক্ষেত্রে নৃত্যশিল্পী একটি পিতলের পাত্রের ওপর দাঁড়িয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। নৃত্যশিল্পীর নাচের সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটিও স্থান বদল করতে থাকে। শিল্পীর দুই হাতে থাকে দুটি জ্বলন্ত প্রদীপ, মাথায় থাকে জলভরতি পাত্র (কুন্তি)। নৃত্য শেষে নৃত্যশিল্পী সাধারণত প্রদীপ নিভিয়ে মাথায় রাখা পাত্র থেকে জল নিয়ে হাত ধুয়ে নেয়। কুচিপুড়ি নৃত্যের সঙ্গীতে মৃদঙ্গ, বেহালা, বাঁশি ও তাম্বুরা ব্যবহার করা হয়। নৃত্যশিল্পীরা এক ধরনের হালকা কাঠের গয়না পরে।

মণিপুরি

উত্তরপূর্ব ভারতের মণিপুর রাজ্যের ভারতীয় ধ্রুপদি নৃত্য মণিপুরি। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি তাম্রলিপিতে মণিপুরি নাচের উল্লেখ পাওয়া গেলেও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের আগের বিশেষ কোনো অস্তিত্ব ছিল না। মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র (১৭৫৯–১৭৯৮) প্রথম মণিপুরি নৃত্যশিল্পীর প্রকৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। ভাগ্যচন্দ্র ব্যাকরণ ছাড়াও ৫টি রাসলীলার ৭টি রচনা করেন– মহা রাস, বসন্ত রাস ও কুঞ্জ রাস। ইম্ফলের শ্রী শ্রী গোবিন্দজি মন্দিরে এই রাস লীলাগুলি পরিবেশিত হত তাঁর আমলে। ভাগ্যচন্দ্র মণিপুরি নাচের পোশাকও নির্দিষ্ট করেন, এর নাম দেন কুমিল। আচুবা ভাঙ্গি পারেং নাচেরও সৃষ্টিকর্তা ভাগ্যচন্দ্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মহারাজা গম্ভীর সিং তাণ্ডব ঘরানার দুটি পারেং নৃত্য রচনা করেন– গোষ্ঠ ভাঙ্গি পারেং ও গোষ্ঠ বৃন্দাবন পারেং। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ সিলেটে মণিপুরি নৃত্য

(গোষ্ঠ লীলা) দেখে আকৃষ্ট হন। তিনি শুরুতে গুরু বুধিমন্ত্র সিং এবং পরে ১৯২৬ সালে গুরু নবকুমারকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানান রাস লীলা শেখানোর জন্য। এরপর বিখ্যাত কয়েকজন গুরু–সেমারিক সিং রাজকুমার, নীলেশ্বর মুখার্জি ও আতোমা সিং–ও শান্তিনিকেতনের আমন্ত্রণ পান। এঁরা শান্তিনিকেতনে মণিপুরি নৃত্য শেখানোর পাশাপাশি গুরুদেবের নৃত্যনাট্যগুলির নৃত্যশৈলী রচনায় সাহায্য করেন। মণিপুরে নৃত্যের প্রধান বিষয় রাধা–কৃষ্ণের কাহিনি, বিশেষত রাসলীলা। এই নাচের সঙ্গে কর্তাল বা মঞ্জিরা, পুঙ বা মণিপুরি মৃদঙ্গ ব্যবহৃত হয়। মণিপুরি নৃত্যশিল্পীরা ঘুঙুর পরে না। নৃত্যশিল্পীদের মাটিতে জোরে পা ঠোকার ব্যাপার নেই মণিপুরি নৃত্যে। পা ও শরীরী বিভঙ্গ ও মুখের ভাবও এই নৃত্যরীতিতে অনেক বেশি আধ্যাত্মিক। মোহিনীআট্টম, ভরতনাট্যম–এর মতোই দেব–দাসীদের নৃত্য ছিল। মোহিনী শব্দটির অর্থ হচ্ছে মোহময়ী নারী আর আট্টম শব্দের অর্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আন্দোলন। এই মোহিনী প্রসঙ্গে ভগবান বিষ্ণুকে নিয়ে দুটি পৌরাণিক গল্প প্রচলিত। একটি গল্পে মোহিনীর ছদ্মবেশে তিনি অসুরদের কাছ থেকে অমৃত ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। অন্য গল্পটিতে তিনি মোহিনীর ছদ্মবেশে শিবকে রক্ষার্থে ভস্মাসুর বধ করেন। কাঠামোগত দিক থেকে এই নৃত্য ভরতনাট্যম–এর সমগোত্রীয়। এই নৃত্যে কথাকলিরও প্রভাব আছে। থাঞ্জাভুর চতুষ্টয়ের অন্যতম ভাদিভেলু রাজা

স্বাতী তিরুনলের সভায় এই নৃত্যশৈলী রচনা করেন। মোহিনীআট্টমে ৪০টি প্রধান শরীরী মুদ্রা আছে, এগুলিকে বলা হয় আটাভুকাল। মোহিনীআট্টম শুধু মেয়েরাই নাচতে পারে। তাদের পরনে থাকে সোনালি পাড় সহ সাদা কাসাভু শাড়ি। মোহিনীআট্টমের সঙ্গে পরিবেশিত হয় চোলু ছন্দের গান। নৃত্যশিল্পীর চোখের ব্যবহার অনিন্দ্যসুন্দর এই নৃত্যধারায়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০৮ নভেম্বর – ১৪ নভেম্বর, ২০২৫

মেষ রাশি : এই সপ্তাহটি আপনার কাজ দ্রুত হবে এবং অতীতের পরিশ্রমের ফলাফল পাবে। পুরানো সম্পর্ক থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা চাকরি করেন তাদের জন্য, একটি নতুন প্রকল্পের পদোন্নতি বা দায়িত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। একটি নতুন ব্যবসায়িক চুক্তি আনন্দ বয়ে আনবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বৃষ রাশি : এই সপ্তাহে নতুন পরিকল্পনা তৈরি হবে এবং কিছু অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। কর্মক্ষেত্রে উদ্বেগগুলিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হবে। কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়ের সাহায্য পেতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে, তবে অপ্রত্যাশিত ব্যয় দেখা দিতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা অপরিহার্য। ধ্যান বা হালকা হাঁটা উপকারী হবে।

মিথুন রাশি : অফিসে কঠোর পরিশ্রম স্বীকৃতি পাবে। সিনিয়রের সাথে দেখা আপনার ক্যারিয়ারের জন্য উপকারী হতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। প্রেম জীবনের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান হতে পারে। অবিবাহিতদের বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। দীর্ঘমেয়াদী ভ্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে, যা শুভ হবে।

কর্কট রাশি : এটি আত্মসমালোচনা এবং নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর সাথে মতবিরোধ হতে পারে। পরিবারের বয়স্ক সদস্যের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন। আর্থিকভাবে, সময়টি অনুকূল। হঠাৎ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। প্রেমের জীবনে কিছু উত্থান–পতন ঘটবে।

সিংহ রাশি : এই সপ্তাহে ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে আপনার পক্ষে থাকবে। নতুন চাকরি, পদোন্নতি, অথবা কোনও বড় সুযোগের ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যবসায়ীরাও সম্প্রসারণের সুযোগ পেতে পারেন। পরিবারের মধ্যে শুভ ঘটনা ঘটতে পারে। বিবাহিত জীবনে প্রেম এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে ভ্রমণের সময় আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন।

কন্যা রাশি : সপ্তাহটি ব্যস্ত কিন্তু ফলপ্রসূ হবে। নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় কাজের প্রশংসা করা হবে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। পুরানো বিনিয়োগ লাভবান হতে পারেন। পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। অতিরিক্ত কাজ আসতে পারে। নিজের জন্য কিছুটা সময় নিন। বই বা সঙ্গীত আপনার মনকে শান্ত করবে।

তুলা রাশি : যেকোনো অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধার হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। শিল্প, মিডিয়া বা জনসংযোগের সাথে জড়িতদের জন্য এই সময়টি বিশেষভাবে শুভ। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততা বজায় রাখুন। বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। ভ্রমণেরও সম্ভাবনা রয়েছে। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : চাকরি পরিবর্তন বা নতুন প্রকল্পের সূচনা সম্ভব। আপনার পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা হতে পারে। প্রেম জীবনে নতুন মোড় আসতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে পুরানো সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। আর্থিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং আপনার মন হালকা বোধ করবে।

ধনু রাশি : কঠোর পরিশ্রম পূর্ণ ফলাফল দেবে। শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পেতে পারে। আর্থিকভাবেও পরিস্থিতি ভালো। পরিবারে আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। প্রেম জীবন স্থিতিশীল হয়ে উঠবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে কাজের চাপ বৃদ্ধির ফলে ঘুম কমে যেতে পারে।

মকর রাশি : কর্মক্ষেত্রে আরও বড় দায়িত্ব বা নতুন ভূমিকার ইঙ্গিত রয়েছে। আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। একটি পুরানো বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে। অবিবাহিতদের বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের জন্য এটি একটি ভালো সময়।

কুম্ভ রাশি : পুরনো অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হবে। বন্ধু বা আত্মীয়ের সাহায্য লাভজনক হবে। চাকরি পরিবর্তন বা নতুন কাজ শুরু করার জন্য এটি সঠিক সময়। আপনার আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্যের আপনার পরামর্শের প্রয়োজন হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন, বিশেষ করে পেটের সমস্যার দিকে।

মীন রাশি : কর্মক্ষেত্রে আপনার স্বীকৃতি বৃদ্ধি পাবে এবং ঊর্ধ্বতনরা প্রশংসা করবেন। একটি নতুন ব্যবসায়িক চুক্তি পেতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। ধর্মীয় বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে পারেন। অবিবাহিতরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। জীবনে নতুন দিকনির্দেশনা স্থাপনের জন্য এটি একটি ভালো সময়।

নেভিতে ২১০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোয়া : ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ মেরামতির সংস্থা কর্ণাটক রাজ্যের কারওয়ারের ন্যাভাল শিপ রিপেয়ার ইয়ার্ড ১৭টি ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস পদে ২১০ জন লোক নিচেছ। **যোগ্যতা :** কারওয়ার ন্যাভাল শিপ রিপেয়ার ইয়ার্ডে শূন্যপদ আছে ১৫০টি।

কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট : আই.টি.আই. থেকে কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

ইলেক্ট্রিশিয়ান: আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১২টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)।

ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক: আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১১টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।

ফিটার: আই.টি.আই. থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২৪টি (জেনাঃ ১১, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)।

ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি মেন্টেন্যান্স : আই.টি.আই. থেকে ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি মেন্টেন্যান্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজি অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স সিস্টেম মেন্টেন্যান্স, হার্ডওয়্যার অফ কম্পিউটার অ্যান্ড পেরিফেরালস ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)।

ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক: আই.টি.আই. থেকে ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)।

মেশিনিস্ট: আই.টি.আই. থেকে মেশিনিস্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

মেরিন ইঞ্জিন ফিটার: আই.টি.আই. থেকে মেরিন ইঞ্জিন ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১৫টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)।

মেকানিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেক্ট্রনিক্স: আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক বা, মেকানিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেক্ট্রনিক্স, মেকানিক কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্সেস বা, টেকনিশিয়ান পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স সিস্টেম ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৯টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।

মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স: আই.টি.আই. থেকে মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

মেকানিক মেকাট্রনিক্স: আই.টি.আই. থেকে মেকানিক মেকাট্রনিক্স বা, মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১১টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)

মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল: আই.টি.আই. থেকে মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. আই.টি.আই. থেকে মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৬টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। এ অপারেটর অ্যাডভান্সড মেশিন টুল: আই.টি.আই. থেকে অপারেটর অ্যাডভান্সড মেশিন টুল, মেশিনিস্ট বা, টার্নার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)।

পেইন্টার (জেনারেল): আই.টি.আই. থেকে পেইন্টার (জেনারেল) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)।

পাইপ ফিটার: আই.টি.আই. থেকে প্লাম্বার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ২.ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)।

শিট মেটাল ওয়ার্কার: আই.টি.আই. থেকে শিট মেটাল ওয়ার্কার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

শিপরাইট স্টিল: আই.টি.আই. থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৭টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।

শিপরাইট উড: আই.টি.আই. থেকে কার্পেন্টার বা উড ওয়ার্ক টেকনিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২)।..

টেলর (জেনারেল): আই.টি.আই. থেকে সিউয়িং টেকনোলজি বা, ড্রেস মেকিং ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১. তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।

অপারেটর অ্যাডভান্সড মেশিন টুল: আই.টি.আই থেকে অপারেটর অ্যাডভান্সড মেশিন টুল, মেশিনিস্ট বা, টার্নার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)।

পেইন্টার (জেনারেল): আই.টি.আই. থেকে পেইন্টার (জেনারেল) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)।

পাইপ ফিটার: আই.টি.আই থেকে প্লাম্বার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ২.ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)।

শিট মেটাল ওয়ার্কার: আই.টি.আই, থেকে শিট মেটাল ওয়ার্কার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

শিপরাইট স্টিল: আই.টি.আই, থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৭টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।

শিপরাইট উড: আই.টি.আই. থেকে কার্পেন্টার বা, উড ওয়ার্ক টেকনিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২)।..

টেলর (জেনারেল): আই.টি.আই. থেকে সিউয়িং টেকনোলজি বা, ড্রেস মেকিং ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১. তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।

ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক): আই.টি.আই. থেকে ওয়েল্ডার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ৩. তঃজাঃ ২)।

টি.আই.জি./এম.আই.জি ওয়েল্ডার: আই.টি.আই. থেকে ওয়েল্ডার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ২.. ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)। ক্রেন অপারেটর ওভারহেড (স্টিল ইন্ডাস্ট্রি) (১৫ মাস): মাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

ফোর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার: মাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।

রিগার: ক্লাস এইট পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।

গোয়ার ন্যাভাল এয়ারক্র্যাফট ইয়ার্ডে (দাবোলিম) শূন্যপদ আছে ৩০টি। যোগ্যতা:

শিপরাইট উড: আই.টি.আই. থেকে কার্পেন্টার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি।

কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট: আই.টি.আই. থেকে কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি।

ইলেক্ট্রিশিয়ান: আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি।

ইলেক্ট্রিশিয়ান এয়ারক্র্যাফট: আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি।

ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক: আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি।

ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সিস্টেম মেন্টেন্যান্স: আই.টি.আই. থেকে ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সিস্টেম মেন্টেন্যান্স বা, ইনফর্মেশন টেকনোলজি অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স সিস্টেম মেন্টেন্যান্স ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ২টি।

ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক: আই.টি.আই. থেকে ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি।

মেশিনিস্ট: আই.টি.আই. থেকে মেশিনিস্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি।

মেকানিক ইন্সট্রুমেন্ট এয়ারক্র্যাফট: আই.টি.আই. থেকে ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ৫টি।

মেকানিক র্যাডার অ্যান্ড রেডিও এয়ারক্র্যাফট: আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, মেকানিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেক্ট্রনিক্স, মেকানিক কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্সেস বা, টেকনিশিয়ান পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স সিস্টেম ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ : ৫টি।

পেইন্টার (জেনারেল): আই.টি.আই. থেকে পেইন্টার (জেনারেল) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স, পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি।

শিট মেটাল ওয়ার্কার: আই.টি.আই. থেকে শিট মেটাল ওয়ার্কার – ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি।

ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক): আই.টি.আই. থেকে ওয়েল্ডার = ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি।

ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১৩–৪–২০২৬–এর হিসাবে ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা বয়সে ৫ বছর আর ন্যাভাল সিভিল বা আর্মড ফোর্সের ছেলেমেয়েরা ২ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শারীরিক মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫০ সেমি, বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা ও অন্তত ৪৫ কেজি ওজন থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি দরকার দু"চোখে ৬/৬ থেকে ৬/৯। ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিসেস আইন অনুযায়ী ১ থেকে ২ বছরের ট্রেনিং। যাঁরা আগে কোনো সরকারি, আধা–সরকারি বা, বে–সরকারি সংস্থায় অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিয়েছেন বা নিচ্ছেন তাঁরা আবেদনের যোগ্য নন। স্টাইপেন্ড আই.টি.আই. পাশদের বেলায় মাসে ৯,৬০০ টাকা। অন্যান্য ট্রেডে ৪,১০০, ৩,৪০০, ৬,৮০০, ৭,৪৮০, ৯,০২০, ৮,২০০ টাকা (ট্রেনিং অনুযায়ী)। ছেলেদের হস্টেল আছে। ট্রেনিং শুরু আগামী বছর ১৩ এপ্রিল।

মাধ্যমিক ও আই.টি.আইয়ের পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে বাছাই প্রার্থীদের জানুয়ারিতে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে। প্রশ্ন হবে – অঙ্ক, জেনারেল সায়েন্স, জেনারেল নলেজ বিষয়ে। সফল হলে ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। ইন্টারভিউয়ের সময় সব প্রার্থীই যাতায়াতের ভাড়া ফেরৎ পাবেন। প্রার্থীদের প্রথমে নাম নথিভুক্ত করতে হবে ওয়েবসাইটে।

ওয়েবসাইট : www.apprenticeshipindia.gov.in

এজন্য পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা, জন্ম–তারিখ ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম – জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তারপর ওই দরখাস্ত – ডাকে পাঠাতে হবে ১৭ নভেম্বরের মধ্যে। তখন সঙ্গে দেবেন: বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট ইত্যাদি প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল। দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়: The Officer –In Charge, Dockyard Apprentice School, Naval Ship Repair Yard, Naval Base, Karwar, Karnataka–581 308.

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন

এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

পাত্রী চাই

বীরভূম জেলার ২৮ বছর বয়স বিটেক ইঞ্জিনিয়ার প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত কায়স্থ পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৫ বছর ন্যূনতম স্নাতক কায়স্থ পাত্রী চাই কর্মরতা অগ্রগন্য বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান অগ্রগন্য। যোগাযোগ নং– ৯৮৫১১৯৩৮৯৬, ৭৪০৭৬৪৪৭৪২।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

ভারত ইলেক্ট্রনিক্সে ৩৪০ ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডে প্রবেশনারি ইঞ্জিনিয়ার পদে ৩৪০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। **যোগ্যতা:** *প্রবেশনারি ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রনিক্স):* ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, কমিউনিকেশন, টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা প্রথম শ্রেণির নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ: ১৭৫টি। *প্রবেশনারি ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল):* মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা প্রথম শ্রেণির নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ: ১০৯টি। *প্রবেশনারি ইঞ্জিনিয়ার (কম্পিউটার সায়েন্স):* কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা প্রথম শ্রেণির নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৪২টি। *প্রবেশনারি ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল):* ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা প্রথম শ্রেণির নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ: ১৪টি। সব পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১–১০–২০২৫–এর হিসাবে ২৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে তপশিলী, প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের বেলায় সাধারণভাবে পাশ হতে হবে। মূল **মাইনে:** ৪০,০০০–১,৪০,০০০ টাকা। মোট শূন্যপদের মধ্যে জেনাঃ ১৩৯, ই.ডব্লু.এস. ৩৪, ও.বি.সি. ১১, তঃজাঃ ৫১, তঃউঃজাঃ ২৫।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে, কলকাতা, শিলিগুড়ি, রাঁচি, পটনা, জামশেদপুর, গুয়াহাটিতে। সফল হলে ইন্টারভিউ। কম্পিউটার বেসড টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ে ৩৫% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৩০%) নম্বর পেয়ে থাকলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। কম্পিউটার বেসড টেস্টে ১২০ মিনিটের ১২৫টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: ১০০টি প্রশ্ন হবে টেকনিক্যাল সংক্রান্ত ও ২৫টি প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড ও রিজনিং বিষয়ে। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: Advt. No. 17556 /HR/All-India/2025/2, Date: 24:10.2025. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১৪ নভেম্বরের মধ্যে। **ওয়েবসাইট :** www.bel-india.com এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,১৮০ টাকা (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের বেলায় ফী লাগবে না) অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

শব্দবার্তা ৩৬৬

১			২	■	■	৩	■
	■	■	৪				
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	■		■
■		■	■	৭			৮
■		■	■		■	■	
৯					■	■	
■		■	■	১০			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। আরম্ভ, আয়োজন ৪। সোনা ৫। ছবি, চিত্র ৭। সর্বনাশ, ধ্বংস ৯। পানকৌড়ি ১০। মৃত্যু, দেহবসান

উপর–নীচ

১। অকাম্য, অনভিপ্রেত ২। প্রণাম ৩। রাজার ছেলে, রাজপুত্র ৬। মন্ত্রী বা সেক্রেটারির কর্মদপ্তর ৭। লম্বা –চওড়া ৮। চূড়ান্ত, শেষ

সমাধান : ৩৬৫

পাশাপাশি : ১। আবেশ ২। পানই ৪। দশেরা ৫। টমটম ৭। রফা ৯। রাগ ১২। তবলচি ১৪। কাজলি ১৫। ধকল ১৬। অপয়া
উপর–নীচ : ১। আকাট ২। পারবার ৩। ইন্দিরা ৪। দম ৬। মথুরা ৮। ফাটল ১০। গতকাল ১১। সমিব ১২। তাল ১৩ চিড়িয়া

ভাঙন–প্রবণ এলাকা পরিদর্শনে জেলাশাসক

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ২ নভেম্বর গঙ্গাসাগরে এলেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। দায়িত্বভার গ্রহণের পরেই নতুন প্রশাসনিক প্রধানের এই তাৎপর্যপূর্ণ সফর সাগরমেলার প্রস্তুতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করল।

নামখানা পয়েন্টে অবতরণের পর জলপথে বেনুবন হয়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছান জেলাশাসক। প্রথমেই তিনি মেলার মূল তট এলাকা ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাঙন–প্রবণ অঞ্চলগুলি ঘুরে দেখেন। গত কয়েক বছরে যেসব স্থানে ভাঙন পরিস্থিতি গুরুতর হয়েছে, সেইসব স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে

পরিকাঠামো সুরক্ষার উপর জোর দেন তিনি। এর পাশাপাশি মেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টও খতিয়ে দেখা হয়।

জেলাশাসকের এই পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এসপি কোটেশ্বর রাও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহ–সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি, সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রায় এবং মেলার পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকেরা। পরিদর্শনের পরে জেলাশাসক একটি প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেন। সেই বৈঠকে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরাও উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা হয় মেলা সংক্রান্ত নিরাপত্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ জরুরি বিষয়গুলি নিয়ে। প্রতিবছর লক্ষাধিক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় গঙ্গাসাগরে। তাই জরুরি পরিষেবা যেন দ্রুত তীর্থযাত্রীদের কাছে পৌঁছোয় এবং ভাঙনের প্রভাব মেলা এলাকায় না পড়ে, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দেন জেলাশাসক। আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী গঙ্গাসাগর মেলা। সময় থাকতে সব পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন অরবিন্দ কুমার মিনা। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পরই গঙ্গাসাগরের প্রস্তুতিতে এই তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ প্রশাসনিক স্তরে আশার আলো জাগিয়েছে।

অন্যদিকে, একাধিক ভাঙন কবলিত এলাকা রবিবার ঘুরে দেখলেন এডিশনাল চিপ সেক্রেটারি মনিশ জইন এবং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে মেলা গ্রাউন্ড থেকে শুরু করে সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকার নদী বাঁধ এবং কপিল মুনির আশ্রমের সামনে ১ থেকে ৬ নম্বর স্নানঘাট পর্যন্ত ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে।

এ বছর কুম্ভ মেলা না থাকায় এই গঙ্গাসাগর মেলায় রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থীদের ঢল নামবে বলে মনে করছে প্রশাসন। এই বিপুল ভিড় সামাল দিতে জোরকদমে স্নানঘাট মেরামতি করার কাজ শুরু করার আগে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকেরা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন।

রবিবার এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন এডিশনাল চিপ সেক্রেটারি মনিশ জইন, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এবং সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাই সহ প্রশাসনিক একাধিক আধিকারিক। তাঁরা প্রথমে বেনুবন ঘাট ঘুরে দেখেন। এরপর সাউ ঘেরী–তে স্থায়ী নদী বাঁধ পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর তাঁরা গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির আশ্রমের সামনে সমস্ত পয়েন্ট ও স্নানঘাটগুলি ঘুরে দেখেন। শেষে চাঁপাতলা ও কশতলা–য় ভেঙে যাওয়া নদী বাঁধের কাজও পরিদর্শন করেন এবং কচুবেড়িয়া পয়েন্টে জেটিঘাটগুলি ঘুরে দেখেন।

এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু?

পার্থ কুশারি, ভাঙড় : আবারো এসআইআর, এনআরসি আতঙ্কে মৃত্যু দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের চালতা বেড়িয়া অঞ্চলের জয়পুর গ্রামে শফিকুল গাজী(৩৫) নামে এক যুবকের। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শফিকুল গাজী বিয়ের পর থেকে ঘরজামাই হিসেবে শ্বশুরবাড়িতে থাকতো। নিজের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার ঘুসিঘাটা এলাকায়। তবে নিজের প্রয়োজনীয় সঠিক নথি না থাকার কারণে এসআইআর আতঙ্কে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে আসে উত্তর কাশিপুর থানা পুলিশ। এরপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা।

মৃত শফিকুল গাজীর ভাই কুতুবুদ্দিন গাজীর দাবি এসআইয়ের আতঙ্কে মৃত্যু হয়নি আমার ভাইয়ের। দুই স্বামী স্ত্রীর অশান্তির কারণেই আত্মহত্যা করেছে আমার ভাই ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে আমার বাবার নাম রয়েছে তাহলে আমার ভাইয়ের আত্মহত্যা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও একই দাবি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে উত্তর কাশিপুর থানা পুলিশ।

‘চা এর চুমুকে উন্নয়নের গল্প’

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার: এসআইআর ইস্যুতে যখন রাজ্যজুড়ে উত্তাল রাজনীতি, ঠিক তখনই সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তুলতে নতুন পথ বেছে নিল ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদের উদ্যোগে শুরু হয়েছে অভিনব কর্মসূচি — ‘চা–এর চুমুকে উন্নয়নের গল্প’। রবিবার নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়ানতলায় এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার, দলীয় নেতৃত্ব ও বহু কর্মী–সমর্থক। দলীয় পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদ বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশন এসআইআর নিয়ে যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে, তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উন্নয়নের বাস্তব চিত্র মানুষকে জানাতেই আমরা মাঠে নেমেছি।’ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। আগামীদিনে বিধানসভার প্রতিটি বুথে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। মানুষের মতামত জানার জন্য এই কর্মসূচিতে বসানো

হয়েছে বিশেষ কিয়স্ক, যেখানে সাধারণ মানুষ এসআইআর নিয়ে নিজেদের মতামত ও অসুবিধা লিখে অভিযোগ বক্সে জমা দিতে পারবেন। এছাড়াও এই সংক্রান্ত সমস্যার জন্য বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে, যাতে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা যায়।

স্থানীয়দের মতে, রাজনীতির উত্তাপের মাঝেও তৃণমূলের এই উদ্যোগ জনসংযোগে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। চা–এর কাপ হাতে গল্পের আড্ডায় যেমন উঠে আসছে উন্নয়নের বার্তা, তেমনি ধরা পড়ছে মানুষের আশা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন। দলীয় নেতৃত্বের বিশ্বাস, এই কর্মসূচি মানুষের মন জয় করবে এবং এসআইআর নিয়ে বাস্তব তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেবে।

বারুইপুরের একাধিক রাস্তা বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরতলির বারুইপুর পৌর শহরের বেশিরভাগ রাস্তার অবস্থা অতি বেহাল। পিচ উঠে খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। যাতায়াত করতে হিমশিম খেতে হয় বাসিন্দাদের। প্রতিদিন ঘটছে দুর্ঘটনাও। রাস্তাগুলি কবে মেরামত হবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন পৌর নাগরিকরা। এ ব্যাপারে বারুইপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস বলেন, ‘ক্রমাগত বৃষ্টির জন্য রাস্তা মেরামতির কাজ আটকে ছিল। দ্রুত সব ওয়ার্ডের রাস্তা সংস্কারের কাজ করা হবে।’ বারুইপুর পুরসভা মোট ১৭টি ওয়ার্ড।

অধিকাংশ ওয়ার্ডেই রাস্তার অবস্থা খারাপ। জলের পাইপ লাইন পাতার কাজের পরে রাস্তাগুলির হাল আর ও বেহাল হয়ে গেছে। এই পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ঋষি বঙ্কিম নগরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গোলপুকুর মণ্ডল পাড়ার গাড়ি গ্যারাজ থেকে শুরু করে বৈষ্ণবপাড়া রেলগেট ছাড়িয়ে রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। পিচ উঠে ইট বেরিয়ে গিয়েছে। আবার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দত্ত পাড়া যাওয়ার রাস্তা, পালপাড়া অক্ষয় সঙ্ঘ ক্লাবের আগে এবং ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু এলাকা, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের উকিলপাড়া ময়লাপোতা রোড, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাসমাঠের পুকুর সংলগ্ন পিচের রাস্তা ধসে পড়ে যাচ্ছে। এলাকার বাসিন্দারা বলেন, ‘রাস্তা খারাপ নিয়ে বলা হলেও হেলদোল নেই কাউন্সিলরদের। দিনের বেলাতেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে না। সন্ধ্যার পরে তা আরও দুষ্কর হয়ে ওঠে।’

ছাত্রীর মৃত্যু পথে নেমে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : এক দশম শ্রেণীর ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত ২৪ অক্টোবর উত্তাল হয়ে উঠেছিল ক্যানিং। সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে প্লাকার্ড হাতে মিছিলে সামিল হলেন কয়েশো মানুষজন। সোমবার সন্ধ্যায় ক্যানিংয়ের সাতমুখী বাজারে এই মিছিল হয়। মিছিল সমগ্র বাজার পরিক্রমার শেষে মৃত ছাত্রীর আত্মার শান্তি কামনা করে প্রতিকৃতির সামনে মোমবাতি জ্বালায় প্রতিবাদী মানুষজন।

জানা যায়, ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের মৌখালি গ্রামের পিউ সরদার ক্যানিং দ্বারিকানাথ উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। কিছুদিন আগে অসুস্থ বোধ করায় তাকে আল–আমীন জেনারেল হাসপাতালে ১৮ অক্টোবর ভর্তি করেন। সেখানে তার এপেন্ডিসাইট অপারেশান হয়। ছুটির ২ দিন পরে সে বাড়িতে অসুস্থবোধ করায় আবার ২২ অক্টোবর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার অবস্থার অবনতি হয়। চিকিৎসকরা তড়িঘড়ি কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সেখানে ২৪ অক্টোবর ভোরে ওই ছাত্রীর মৃত্যু হয়। এরপর পরিবারের লোকজন মৃতদেহ নিয়ে আসেন ক্যানিংয়ের মৌখালি গ্রামে। মৃত ছাত্রীর দেহ নিয়ে হাজীর হয় নার্সিংহোমের সামনে। সেখানে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায়। এমনটা প্রায় ঘন্টাদুই সময় চলতে থাকে। ক্যানিং–হেড়োভাঙ্গা রোডে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজীর হয় ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। হাজীর হন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে নার্সিং হোমের মালিক সাহাজাদ হোসেন মোল্লা কে আটক করে পুলিশ।

মৃত ছাত্রীর পরিবারের লোকজন সহ অন্যান্যদের অভিযোগ, ‘নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে।সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে না। ঠিক তেমনই পিউ সরদারের ক্ষেত্রে চিকিৎসার গাফিলতি ছিল।’

শাসকদলের কর্মীদের নিয়ে স্কুলে এসআইআরের ফর্ম বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দিঘি : রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে এসআইআর। তার মধ্যেই বিএলওদের কার্যকলাপ নিয়ে ইতিমধ্যেই সড়ব হয়েছে বিরোধীরা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে একাধিক অভিযোগ এসেছে বিএলওরা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে না গিয়েই শাসকদলের কর্মীদেরকে নিয়ে ফর্ম বিলি থেকে শুরু করে ফ্রম ফিলাপ করছে। এমনিই অভিযোগ উঠলো, দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভার কুমড়াপাড়া অঞ্চলের ২১৯ নম্বর বুথে। যেখানে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি ভিডিও প্রকাশ করে জানানো হয় ওই বুথের বিএলও মানুষের বাড়িতে বাড়িতে না গিয়েই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদেরকে নিয়ে স্কুলে বসে ফর্ম

ফিলাপ করাচ্ছেন এমনকি বিরোধী দলের কোন কর্মীকেও ডাকা হয়নি। আর যা নিয়েই সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা পলাশ রানা বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন বিজেপি কর্তৃপক্ষকে জানানোর পাশাপাশি অভিযোগ জানাবেন বলেও জানিয়েছেন। তিনি জানান ২১৯ নম্বর বুথের বিএলও নির্বাচনী নিয়ম না মেনেই কোন আই কার্ড ছাড়াই স্কুলে বসে শাসকদলের কর্মীদেরকে নিয়ে নির্বাচনী ফর্ম ফিলাপ করছেন এমনকি বিরোধী দলের কাউকেও তিনি জানাননি।

অভিযোগে বিদ্ধ বিএলও

অভীক মিত্র, বীরভূম : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে একাধিক অভিযোগে বিদ্ধ বিএলওরা। ৬ নভেম্বর বিকালে পুরন্দরপুর ২৪১নং বুথে বান্ধব সমিতির মঞ্চে বসে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করার অভিযোগ উঠে বিএলও নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে। নলহাটি পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের ১৭১নং পার্টে বিএলও পেশায় অঙ্গনাওয়াড়িকমী লাভলি ইয়াসমিনের হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করার অভিযোগ উঠে ছেলে জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে। ৬ নভেম্বর জাহাঙ্গীর নিজের মোবাইল দিয়ে এনুমারেশন ফর্মে থাকা বারকোড স্ক্যান করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটারদের হাতে তুলে দিচ্ছে। প্রতিবাদে সরব হয় এলাকার সাধারণ ভোটাররা। নার্ভের সমস্যা হাঁটাচলা করতে সমস্যা হয় তাই আমার হয়ে কাজ করছে ছেলে আজব সাফাই বিএলও লাভলি ইয়াসমিনের। ইলামবাজার ভগবতীবাজার ১২৮নং বুথে দুর্গামন্দিরে বসে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করার অভিযোগ উঠে বিএলওর বিরুদ্ধে। লেলেগড়ে নিমতলা, উদয়পুর এলাকায় এইরকম অভিযোগ উঠেছে। ৩ নভেম্বর থেকে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া শুরু করেছে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)।

রাশ ছেড়ে দিলে লাঠি ধরবে আমার ছেলেরা : শেখ হামিদ

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের কুশমুড়ি গ্রামে এসআইআর নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পথসভা ঘিরে উত্তেজনা চরমে। ইন্দাসের বিজেপি বিধায়ক নির্মল ধারার বাড়ির সামনে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ হামিদ, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি আতাউল হক সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব।

সভা থেকে শেখ হামিদের গলায় বিধায়কের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, ‘সোজা বাংলায় বলে

গেলাম, চমকাবেন না, ধমকাবেন না! একবার যদি রাশটা ছেড়ে দিই, আমার ছেলেরা কেউ লাঠি ধরা ভুলে যায়নি। যদি লাঠি ধরতে বলি, তোমার গাড়ি আস্ত থাকবে না, টিকিও খুঁজে পাওয়া যাবে না, তুমিও এখানে থাকবে না, তোমার চামচাদের খবর নেওয়ার কেউ থাকবে না!’ ব্লক সভাপতি হামিদ অভিযোগ করেন, বিজেপি বিধায়ক নির্মল ধারা এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের প্রচার টোটো আটকায় এবং হুমকি দেন। তারই প্রতিবাদে এই সভার আয়োজন।

অন্যদিকে বিধায়ক নির্মল ধারা পাল্টা জবাবে বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন গর্তে কার্বলিক অ্যাসিড ঢেলেছে, দু–একটা মেটুলি বেরিয়ে আসবে। তাদের বিষদাঁত ভাঙতে আমি জানি। তৃণমূল এসআইআর নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে।’

বিধায়কদের ভয় দেখিয়ে টাকা দাবি

সুব্রত মণ্ডল ও সুভাষ চন্দ্র দাশ: বিধায়ককে ভয় দেখিয়ে টাকার দাবি করলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুর উত্তর বিধানসভার বিধায়ক ফেরদৌসী বেগমের সঙ্গে। লালবাজারের অফিসার শুভঙ্কর চ্যাটার্জি বলে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে সোনারপুর উত্তর বিধানসভার তৃণমূলের বিধায়ক ফেরদৌসী বেগমকে এক ব্যক্তি ফোন করে বলে, বিধায়কের নামে মুম্বাই পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে অভিযোগ করা হয়েছে। সেই কারণে বিধায়ককে ভয় দেখিয়ে ওই ব্যক্তি মোটা টাকার দাবি করেন। এরপর নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করেন বিধায়ক নিজে। সূত্র মারফত খবর, আরো দুই বিধায়ককে এরকম ফোন পেয়েছেন বলে অভিযোগ। বারুইপুরের পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার এবং গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মণ্ডলকেও নাকি এভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। দলীয় নির্দেশে চুপ করে আছেন বিধায়ক ফেরদৌসী বেগম। তবে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই সাইবার অপরাধের পেছনে কোন বড় চক্র আছে কিনা তাও তদন্ত করছে পুলিশ।

জানা যায় গত অক্টোবর মাসে সোনারপুর উত্তরের বিধায়িকা ফিরদৌসী বেগম, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার এবং গোসোবার বিধায়ক সুব্রত মণ্ডলকে ফোন করে বলা হয়, তাদের নামে ভুয়ো নথি তৈরি করে কোটি কোটি টাকা লেনদেন করা হচ্ছে। তাদের নামে যেহেতু টাকা পয়সা লেনদেন হচ্ছে তাই বিষয়টা মুম্বাই

ক্রাইম ব্রাঞ্চের তরফ থেকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ৩ বিধায়ক লিখিত অভিযোগ জানান জেলা পুলিশের কাছে। বিধায়কদের অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করে বারুইপুর জেলা পুলিশ। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে মুম্বাই পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতই ব্যক্তির নাম সাদাকত খান। সেই সঙ্গে আরো কয়েকজন মিলে এই গ্যাং চালাতো বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

এ বিষয়ে সুব্রত মণ্ডল বলেন, ‘গত কয়েকদিন আগে আমার ফোনে একটি ফোন আসে। তখন বলা হয় কানাডা ব্যাঙ্ক এ আপনার আধার কার্ড নম্বর ব্যবহার করে বেশ কিছু টাকা লেনদেন করা হয়েছে। টাকার পরিমাণ প্রায় কয়েক কোটি টাকা এবং আমাকে বারবার বলা হয় আপনি এত টাকা লেনদেন করছেন আপনার বিরুদ্ধে সিবিআই বা ইডি কে দিয়ে অভিযোগ করিয়ে আপনাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। সামনে বিধানসভা ভোট এই ক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ নিলে আপনার সম্মান নষ্ট হবে। তাই যদি আপনি বিষয়টা মিটিয়ে নেন তাহলে আর সিবিআই বা ইডি বা অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থা আপনার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবে না। ঘটনাটি জানার পর আমার সন্দেহ হয়। বিষয়টা আমি পুলিশকে তৎক্ষণাত জানাই এবং পুলিশ যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিয়েছে।’ অন্যদিকে, ২৪ অক্টোবর সকাল সাড়ে ন’টা নাগাদ তাঁর মোবাইলে এক অপরিচিত ব্যক্তি নিজেকে লালবাজার সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের সাব ইন্সপেক্টর বলে পরিচয় দিয়ে জানান, ফিরদৌসির মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে মুম্বইতে কিছু সাইবার ক্রাইম হয়েছে। দু’ঘন্টার মধ্যে লালবাজারে হাজিরা না দিলে ডিজিটাল গ্রেপ্তার হয়ে যাবেন ফিরদৌসি। এটি একটি প্রতারণার ফাঁদ বুঝে ফিরদৌসি বলেন, আমার নামে যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে আপনি নরেন্দ্রপুর থানা কিংবা বারুইপুরের এসপির সঙ্গে কথা বলুন। এই বলে ফোনটি কেটে দেন বিধায়িকা। সঙ্গে সঙ্গেই পুরো ঘটনাটি নরেন্দ্রপুর থানায় জানান এবং ৩ নভেম্বর তিনি এফআইআর করেন। পুলিশ অপরিচিত ব্যক্তির মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

মৈত্রী সংঘের ফুটবল প্রতিযোগিতা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বড়িশাস্থ মৈত্রী সংঘের ফুটবল ফাইন্যাল খেলাটি সংঘের মাঠে গত ২রা অক্টোবর‟৭৫ প্রবল উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

এই খেলায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রূপে অনিরুদ্ধ পাল খ্যতনামা ক্রীড়া–বিদ শ্রী ভবানী রায়ের কাছ থেকে বিশেষ পুরস্কার গ্রহণ করেন। মায়া–স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শীল্ড বিজয়ী দলের হাতে তুলে দেন শ্রীকানাই ব্যানর্জ্জি। খেলাটি পরিচালনা করেন ক্রীড়াবিদ, শ্রী ভূবন মিত্র। এই খেলায় বিশেষ ধারাবিবরণী অতি সুন্দর ভাবে প্রচার করার জন্য আলিপুরবার্তার বার্তা সম্পাদক শ্রী তরুন গুহ বিশেষ পদক দান করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলে সমবেত জনতা করতালির দ্বারা শ্রীমান সৌমেন সরকারকে অভিনন্দন জানান।

৯ম বর্ষ, ০৪ অক্টোবর ১৯৭৫, শনিবার, ৪২ সংখ্যা

বিশ্বভারতীর প্রাচীর ও গেট বসানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

বিশাল দাস, রামপুরহাট : ১ নভেম্বর সকালে বোলপুরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুরশ্রীপল্লীতে বিশ্বভারতীর প্রাচীর দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সৃষ্টি হয়। স্থানীয়রা প্রাচীর নির্মাণের কাজ আটকে দেন এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি তোলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বোলপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের

বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রাচীর ও গেট বসানো হলে তাঁদের দৈনন্দিন যাতায়াতে মারাত্মক অসুবিধা তৈরি হবে। এলাকার মানুষ জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই পথ দিয়েই তারা বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়ে যাতায়াত করে আসছেন। নতুন করে গেট বসানো হলে সেই পথ বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়।

এই ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের উদ্বেগের কথা শোনেন। তিনি আশ্বাস দেন, গেট বসানো হলেও সেখানে সিকিউরিটি থাকবে এবং স্থানীয়দের যাতায়াতে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি হবে না। তার আশ্বাসে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসে। স্থানীয় বাসিন্দারাও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

ছাত্রী ধর্ষণ ও খুনের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট : বীরভূমের রামপুরহাট থানা এলাকায় ঘটে যায় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। সপ্তম শ্রেণীর এক আদিবাসী স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ ও তারপর তাকে কয়েক টুকরো করে বস্তায় ভোরে নৃশংসভাবে হত্যা করে মনোজ পাল নামে এক স্কুল শিক্ষক। পরিবারের লিখিত অভিযোগের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক মনোজ পালকে গ্রেফতার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। তারপর তার অবিলম্বে কঠোর শাস্তির দাবিতে আদিবাসী সংগঠনের বিভিন্ন সম্প্রদায় পথে নামে। এমনকি আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে তীর ধনুক নিয়ে মিছিল করে স্তব্ধ করে দেয় রামপুরহাট শহর। বিভিন্ন দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পরেও এখনো পর্যন্ত শিক্ষক মনোজ কুমার পাল এর শাস্তি হয়নি। এমনই অভিযোগ তুলে আজ ফের রামপুরহাট এসডিপিও অফিসে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। এই আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় আদিবাসী নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ এবং নৃশংসভাবে খুন করার প্রতিবাদে অবিলম্বে দোষী শিক্ষক মনোজ কুমার পালকে ফাঁসি দিতে হবে। সেইমতো আজ রামপুরহাট রেল স্টেশনের পাশে চ্যাম্পিয়ন গ্রাউন্ড মাঠে তারা একত্রিত হন এবং সেখান থেকে একটি মিছিল করে রামপুরহাট এসডিপি ও অফিসে আছেন এবং একটি লিখিত স্মারকলিপি জমা দেন। তারপর সেখান থেকে পুনরায় আবার রেল মাঠে এসে একত্রিত হন এবং সেখানে একটি সভা করা হয় আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে।

মোবাইল ফেরাল জিআরপি

নিজস্ব প্রতিনিধি: জিআরপি শিয়ালদহ ডিভিশনের আন্তর্গত শিয়ালদহ জিআরপির পক্ষ থেকে শুক্তবার আয়োজিত হয় ‘ফিরে পাওয়া’ অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া বা খোওয়া যাওয়া ৬১টি উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিআরপির শিয়ালদহ ডিভিশনের ডেপুটি এসআরপি(হেড কোয়ার্টার) অরূপ রায়চৌধুরি, শিয়ালদহ স্টেশন ডিরেক্টর, শিয়ালদহ স্টেশন ম্যানেজার, শিয়ালদহ জিআরপির আইসি দীপক কুমার পাইক, শিয়ালদহ আরপিএফ, আইসি সহ অন্যান্য রেল পুলিশ, সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ হারানো মোবাইল ফোনের প্রকৃত গ্রাহকবৃন্দ। শিয়ালদহ জিআরপির পক্ষ থেকে এই তথ্য জানান আইসি দীপক কুমার পাইক।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ০৩ সংখ্যা, ০৮ নভেম্বর – ১৪ নভেম্বর, ২০২৫

বন্দে মাতরম–এর দেশে

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে যখন বিজয়ী নারী শক্তির জয়জয়াকার, যখন অপারেশন সিঁন্দুর এর অভিঘাতে বিশ্বের সামরিক জগত ভারতের ভূমিকায় বিস্মিত সেই সময় ভারতের কোনও কোনও রাজ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে নারী ঘটিত অপরাধের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। রাষ্ট্রপতি থেকে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভারতের নারী স্বশক্তিকরণের অন্যতম প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে দৈনিক সংবাদপত্রে নারী নির্যাতনের নিত্য সংবাদগুলি অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

১৫০ বছর আগে যে বাংলায় সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃ বন্দনায় মুখরিত বন্দেমাতরম সংগীত রচনা করেছিলেন, দ্বীপান্তর, ফাঁসির মঞ্চে, কারা কক্ষে যে ধ্বনিতে মুক্তি সাধকদের কণ্ঠে মুক্তির বাণী স্বাধীনতার মন্ত্র তুল্য হয়ে উঠেছে সেখানেই চলছে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নারী নির্যাতন এবং নারী স্বাধীনতার নামে অজ্ঞতার উজ্জ্বল মঞ্চে অশ্লীলতার উৎসব। চিকিৎসক ডাক্তার হত্যাকাণ্ডের পরে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ পথে নেমেছিলেন। আশা করা গিয়েছিল এ বাংলায় হয়তো অপরাধপ্রবণ মানসিকতার পূর্ণচ্ছেদ পড়বে। দুর্ভাগ্য এদেশের, দুর্ভাগ্য এ বাংলার, রাজনীতির নানা খবরের পাশাপাশি মহিলা ঘটিত অপরাধের খবরের বাড় বাড়ন্ত। শিশু–কিশোরী থেকে বৃদ্ধা– কখনো রাজনৈতিক আশ্রয় থেকে দুষ্কৃতীরা কখনো বা অনৈতিক সম্পর্কের গার্হস্থের ঘেরাটোপে থেকেও পরিচিত কিংবা স্বল্প পরিচিতের দ্বারা খুন ধর্ষণ প্রতারণার শিকার হচ্ছে। শুধু পুলিশ প্রশাসনের উপযুক্ত তৎপরতা কিংবা দুষ্কৃতীদের উপযুক্ত শাস্তির অভাব এই অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। সামাজিক কিছু প্রয়োজনীয়। অনুশাসন এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যদিও এ ব্যাপারে রক্ষণশীলতার অভিযোগ উঠলে উঠতে পারে। এআই প্রযুক্তি কিংবা ওয়েব সিরিজের থ্রিলার সাহিত্যের মোড়কের আড়ালে অবাধ হিংসা অপরাধপ্রবণ মানসিকতাকে উজ্জীবিত করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অশালীন রিল প্রদর্শন কিংবা বিজ্ঞাপন, সিনেমায় অশালীনতার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় অনুশাসন অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বেচ্ছাচার কখনো স্বাধীনতা হতে পারে না। সামাজিক দূষণের ফল নিরীহ নারী সমাজ কেন ভুগবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে কিছু বছর আগে জীবনশৈলির শিক্ষার নামে সেক্স এডুকেশন যে ফলপ্রসু হয়নি তা আজ স্পষ্ট। প্রয়োজন মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া।

গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতীর দেশ ভারতবর্ষ। যে দেশে প্রচুর মাতৃমন্দির ও সতী পিঠ রয়েছে , সারা বছর অধিকাংশ ধর্মীয় উৎসব মাতৃকেন্দ্রিক, যেখানে মা মাটি মানুষের সরকার সেখানে মাতৃশক্তির অপমাননা অব্যাহত। সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সমাজসেবী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজনকে নিয়ে নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান ক্ষত রুখতে কার্যকরী পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরী।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

তাতে অন্য কোন প্রয়োজন সাধিত হবে না। মন যখন যে যে ভাব দৃঢ়ভাবে ভাবনা করে, সেই ভাবই পেয়ে থাকে। গ্রাহ্য–ত্যাজ্য, সৎ–অসৎ, এইসবই চৈতন্যের কল্পনা। এইসব দৃষ্টি সত্য নয়, আবার অন্য অর্থে অসত্যও নয়। মনের চঞ্চলতাই এর কারণ। মন থেকেই মোহের উৎপত্তি, আবার মনই জগৎস্থিতির কারণ। মনই ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে জগতের বিস্তার সাধন করে। মনই হল পুরুষ; তাকে উত্তম পথে চালিত করা কর্তব্য। যত সিদ্ধি আছে, তা মনোজয়েই আয়ত্ত হয়। মনকে জয় করতে না পারলে কোন সফলতা পাওয়া যায় না। মনের ভাবনাকে কাঙ্খিত কর্মে দৃঢ় করলে সিদ্ধিলাভ হয়। সুতরাং তুমি দৃঢ়মনে উপাধিবিহীন ব্রহ্মের ভাবনা ক"রে পরম উপাদেয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর। মনের ভাবনাবশে দেহ পরিচালিত হয়, মন কখনও দেহ ও ইন্দ্রিয়কৃত কর্মের অনুগামী হয় না। হে সুব্রত। তোমার মন সত্যে বিলীন হোক, সমস্ত ভ্রম পরিত্যাগ করুক। রাম বললেন, হে ভগবন্! আত্মা সর্বব্যাপক, দিক্, কাল ইত্যাদি কোন কিছুর দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন হন না। তাই তিনি নিত্য ও নিরাময়। কিন্তু সেই আত্মায় মনোময়ী সংবিৎরূপী বিকার–রোগ আসে কি ক"রে? এই সংবিতের স্বরূপই বা কি? যদি বলা যায় অবিদ্যার কলঙ্কেই তেমন অনর্থ ঘটে, তা ই বা কিভাবে সম্ভব হয়? কারণ, ভূত–ভবিষ্যত–বর্তমান এই ত্রিকালে যে অদ্বিতীয় আত্মার কোন দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ যখন নেই, তখন ঐ কলঙ্ক কিভাবে অবির্ভূত হয়? বশিষ্ঠ বললেন, রাম। তোমার এই প্রশ্ন অতি উত্তম, কিন্তু এখনই এই প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিৎ নয়, যথাকালে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হলে আমি তোমাকে হৃদয়ঙ্গম করাতে পারব। এখন আমি তোমায় মন বিষয়ে যা বলছি শোন। মনের বশীভূত হয়ে মানুষ বার বার জন্ম–মৃত্যু ভোগ করে। অজ্ঞানের আবরণে আচ্ছাদিত চিৎ হল প্রকৃতিস্বরূপ, মননধর্মী হলে চিতের নাম হয় মন। সেই চিৎ দর্শনধর্মী হলে চক্ষু, শ্রবণধর্মী হলে কর্ণ, যেমন যেমন ইন্দ্রিয়ধর্মসম্পন্ন হয় তেমন তেমন ইন্দ্রিয় রূপে নামিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ভাব পেয়ে যে ধর্ম ও অধর্ম উদিত হয়, তাও হল সেই মনই। বিভিন্ন ফুলে বায়ু সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্ন পৃথক গন্ধে সুগন্ধিত হয়, তেমনই মনন করতে করতে যে যে বাসনার সংস্পর্শে চঞ্চল মন অনুরক্ত হয়, সেই অনুযায়ী মন নিজের আকৃতি নিজেই গঠন করে নেয়। তারপর সেই আকৃতির অনুরূপ অনুরাগ–অহঙ্কারে রাঙ্গিয়ে নিয়ে তাতে সত্যবুদ্ধি আরোপ ক"রে নিজেই তা আস্বাদন করে। আবার মন যে যে ভাবে ভাবিত হয় শরীরও সেই সেই ভাবেই পরিণত হয়। ঝড় উঠলে যেমন স্বাভাবিকভাবেই তার সাথে ধুলোবালি উড়তে থাকে, তেমনই জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন যেমন কর্মে প্রবৃত্ত হয়, কর্মেন্দ্রিয়গুলি অনুগত কর্মীর মত সেই কাজেই নিযুক্ত হয়ে পড়ে। এই জন্যই মনকে সর্বকার্য্যের বীজ বা কর্তা বলা হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

আপনার কি মত?

ভারতে এমন আইন চলে যেখানে ১০ বছরের বা/চ্ছাকে পুরো টিকিট দিতে হয় এবং ১৭ বছরের ধর্ষ/ককে নাবা/লক বলা হয়,

আপনি কি মনে করেন এই নিয়ম পরিবর্তন করা উচিত?

শারদ থেকে রোজা, ভারতীয় ঐতিহ্যের একাত্মতা!

বিবেকানন্দ মিত্র

এক নববধূ যুবতী হাঁটু মুড়ে সবুজ প্রান্তরের বসে সদ্য বৈধব্যের ছোবলে হাহুতাশ করছেন। সামনে পড়ে আছে তাঁর স্বামীর মৃতদেহ। একটু আগেই জঙ্গিরা হিন্দুত্বের পরিচয় জানতে পেরে পতিদেবের শরীর ঝাঁঝড়া করে দিয়ে চলে গেছে। এই দৃশ্যের প্রেক্ষাপট পহেলগাঁও। স্যোশাল মিডিয়ার দুরন্ত দৌলতে এই ছবি বিশ্ববাসীর মোবাইলে মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে পড়ে। দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ শিউরে ওঠে এই ছবি দেখে। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ গর্জে উঠেছিল বদলা চাই–এর একাত্মতায়। দেশের নাগরিকদের সেই সম্মিলিত প্রতিবাদ উপেক্ষা করতে পারেনি নয়া দিল্লির সাউথ ব্লক। পরিশেষে, শুরু হয় অপারেশন সিঁদুর। পাকিস্তানের মাটিতে থাকা জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে তছনছ করে দেয় আমাদের সেনার পরাক্রমী শৌর্য। এই ভয়ঙ্কর উগ্র দেশজ বোধ এখানেই থেমে থাকেনি। যুদ্ধের ময়দান থেকে তা আছড়ে পড়ে খেলার মাঠে। আরব সাগরের তীরে এশীয় কাপ জিতেও সেই স্মারক কোনও পাকিস্তানীর হাত থেকে গ্রহণ করতে অস্বীকার ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এমনকি অপারেশন সিঁদুর"এর প্রভাব পিছু ছাড়েনি এবারের দুর্গাপুজোকেও। যদিও অন্য প্রশাসনিক বিতর্ক থাকলেও অপারেশন সিঁদুর থিমের দুর্গাপুজো চলতি বছরে আয়োজিত হয়েছে মধ্য কলকাতার একটি জনপ্রিয় বারোয়ারি পুজোয়। এটাই আজকের মুহূর্তে তীব্র বাস্তব যে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বৈরীতা সম্প্রতি এক গিরিখাতের তলানিতে এসে পৌঁছেছে। একইসঙ্গে সম্প্রদায় ভিত্তিক একটা অদৃশ্য আড়াআড়ি বিভেদও সৃষ্টি হয়েছে কোথাও কোথাও এই দুর্ভাগ্যজনক পহেলগাঁও ইস্যুকে সামনে রেখে।

আসলে এ সবই যে মহাকালের প্রেক্ষাপটে নিতান্তই সাময়িক। আসলে একসময় সবাউকে ফের এক করে দেয় উৎসব। আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী এক মহা মিলনের মহা পরম্পরা। যার মূল সুর বাঁধা রয়েছে এক সুগভীর ও ধারাবাহিক মহৎ সম্প্রীতির অন্তরাগে। শারদ উৎসব তারই তো ঐক্য মণ্ডিত প্রাচীন থেকে প্রাচীনতর পথ প্রদর্শক।

আমাদের দেশের সর্ববৃহৎ উৎসব হলো শারদীয়া পুজো। প্রধাণতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের। তবু দেশটির নাম যে ভারতবর্ষ। যেখানে ঐতিহ্য হল ‘বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।’ আর সেই ঐতিহ্যের স্বরূপ হিসেবে কলকাতার খিদিরপুরে তৈরি হয়েছে বরাবরের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। মুসলিম অধ্যুষিত এই অঞ্চলের দুর্গাপুজোয় তাই হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিমেরাও অংশ নেন পরম উৎসাহে। তাঁরাও রীতি মেনে উপোস করেন, ধুনুচি হাতে আরতি নাচেন, এমনকি দেবীকে বরণও করেন। দুই সম্প্রদায়ের পুরুষ, মহিলা সহ আবালবৃদ্ধবণিতা এই পুজো করে আসছেন টানা আটাত্তর বছর যাবৎ। এমনকি সম্প্রীতির এই দুর্গাপুজোর কার্যকরী কমিটিতেও মুসলিমদের উপস্থিতি যথেষ্ঠ উজ্জ্বল।

ভারতে হিন্দু এবং মুসলমান ঐক্যের আরও নান্দনিক পরম্পরার দেখা মেলে নয়া দিল্লির কল্যাণপুরী এলাকায়। এখানে বাস করেন হুসেইনি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষজন। তাঁরা আসলে হিন্দু ব্রাহ্মণ। কিন্তু প্রতি বছর নিয়ম করে মহরম পালন করেন তাঁরা। শতকের পর শতক ধরে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম পালন করে আসছে এই রীতি। এই সম্প্রদায় দাবি করে তাঁদের পূর্বপুরুষ রহিব দত্ত কারবালার যুদ্ধে ইমাম হুসেনের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। সেই থেকে তাঁদের নাম হুসেইনি ব্রাহ্মণ"। ইতিহাস বলছে এই সম্প্রদায়ের একদা বাস ছিল পাঞ্জাবে। ক্রমে তারা পুজো পাঠ ছেড়ে শুরু করে যুদ্ধ। যোগ দেয় সেনাদলে এবং তদানীন্তন সরকারি কাজে। এঁরা সাঁই বাবার ভক্ত হলেও প্রতি বছর মহরমে তাজিয়া বের করে নিজস্ব ধারাবাহিকতায়। পূর্বপুরুষ রহিবকে শ্রদ্ধা জানাতে।

তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা থেকে কিছুটা পার্থক্য আছে। হুসেইনি ব্রাহ্মণরা শোভাযাত্রায় কোনও অস্ত্র নেন না। বজায় রাখেন শোক–বিলাপের ধারা। এই শোভাযাত্রায় যোগ দেন মহিলারাও। তাঁরা উপবাসও করেন। মূলত সন্তান কামনায় নব বিবাহিতারা যোগ দেন শোভাযাত্রায়। সন্তান লাভ হলে পুজো দিয়ে আসেন সিরডি সাঁইবাবার কাছে।

অতীতের কারবালা এখন ইরাকে। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে এই প্রান্তরে যুদ্ধ হয়েছিল হজরত মহম্মদের নাতি হুসেইন আলি আর অন্যদিকে বিপক্ষ উমায়াদ কালিফের মধ্যে। সেই হুসেইন আলির পক্ষেই তাঁদের পূর্বপুরুষ লড়াই করেছিলেন এবং নিজের ছেলেদের উৎসর্গ করেছিলেন বলে হুসেইনি ব্রাহ্মণ"দের বিশ্বাস।

মহরম পালনে সম্প্রীতির ঐক্য আমাদের দেশে পরম্পরার রূপ নিয়েছে আরও একটি স্থানে। কর্ণাটকের হোন্নালি শহর লাগোয়া ছোট্ট একটি অখ্যাত গ্রাম। নাম পাল্লাবনহাল্লি। এখানেও প্রায় ষাট বছর যাবৎ মহরম পালন করেন হিন্দু ও মুসমলান একত্রে। ওই গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানান জাতি ও উপজাতির বাস। তাঁদেরই এক বৃদ্ধ ধর্মগুরু অর্ধশতবর্ষ আগে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁরা সব সম্প্রদায়ের মানুষেরা একত্রে পালিত করছেন নানা ধর্মের আচার অনুষ্ঠান। সেই স্বপ্নের কথা তিনি প্রতিবেশীদের জানানোর পর গ্রামের সবাই মিলে উদযাপন করেন মহরম। সেই থেকে সেখানে হিন্দুদের মহরমে যোগ দেওয়া রেওয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

আজও প্রমাণ করে, মানুষ চাইলেই পারে ধর্মের ভেদাভেদকে হারিয়ে দিতে। যেমন এই বারমের ও জয়সলমের জেলার গ্রামগুলি। এখানে মুসলিমরাও সাগ্রহে অংশ নেন দীপাবলী অনুষ্ঠানে। অংশ নেন হিন্দুদের বিয়ের অনুষ্ঠানেও। আলাদা ধর্মের অনুষ্ঠান বলে বিন্দুমাত্র সংকোচ রাখেন না তাঁরা। প্রত্যুত্তরে হিন্দুরাও রোজা রাখেন। একেবারে নিজস্ব বিশ্বাস থেকেই রমজান মাসের এ রীতি পালন করেন তাঁরা। এমনকী কেউ কেউ পাঁচ দফা নমাজও পড়েন। কোনও দেখনদারির মনোভাব থেকে কিন্তু কেউ এ কাজ করেন না। এই গ্রামের সরল হিন্দু ও মুসলিম গ্রামবাসীরা জানান, দীপাবলী হোক বা রমজান, কোনওটা যে অন্য ধর্মের উৎসব এভাবে দেখতে অভ্যস্তই নন তাঁরা। দেশভাগের পর অধুনা পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশ থেকে বহু হিন্দু পরিবার এখানে এসেছেন। তাই সাংস্কৃতিক আদান–প্রদানের ছবিটিও এখানে জোরদার। এ দেশে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য যে স্রেফ কথার কথা নয় এই দেশের অখ্যাত স্থানগুলি তার সাক্ষ্য আজও প্রমাণ করে চলেছে।

এই সম্প্রতির ধারাতেই যুগ যুগ ধরে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের শিল্পীরা পটে ফুটিয়ে তুলেছেন হিন্দু দেবদেবীদের ছবি। দেবদেবীদের বর্ণনা করে লিখছেন পটের গান। রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় করে তুলেছেন পটচিত্রকে। মুসলিম পরবের পাশে এদের বাড়িতে পূজিত হন হিন্দু দেবদেবীরা। মুসলিম নামের সামনে এরা পরিচিত হিন্দু নামে। দুই সংস্কৃতি এখানে মিলেমিশে একাকার।

দক্ষিণ লেবাননে বিমান হামলা, লক্ষ্য হিজবুল্লাহ ঘাঁটি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ দক্ষিণ লেবাননে ৬ নভেম্বর ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। তারা জানিয়েছে, ইরান–সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ দক্ষিণে পুনরায় সামরিক শক্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, তাকে ঠেকাতেই এ অভিযান। ১ বছর আগে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি থাকা সত্ত্বেও নতুন করে এ হামলা শুরু হয়েছে। এর আগে লেবাননের সেনাবাহিনী হিজবুল্লাহর ঘাঁটি উচ্ছেদে দক্ষিণাঞ্চলে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সকালে এক ব্যক্তি নিহত ও বিকেলে আরেকজন আহত হন। স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা নাগাদ ইসরায়েলি মুখপাত্র অ্যাভিখাই আদ্রেয়ি সামাজিক মাধ্যম এক্স–এ ৩ টি গ্রাম–আইতা আল–জাবাল, আল–তাইয়েবা ও তাইর দেব্বার বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। পরে আরও দুটি স্থানে সরানোর আদেশ দেওয়া হয়। নির্দেশে বলা হয়, নির্দিষ্ট স্থানের ৫০০ মিটারের মধ্যে যেন কেউ না থাকে। লেবাননের সিভিল ডিফেন্স দল দ্রুত মানুষজনকে সরিয়ে নিতে সহায়তা করে।

প্রায় এক ঘণ্টা পর ইসরায়েলি বিমানগুলো আকাশে হামলা শুরু করে, ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ। স্থানীয় মেয়র ফরিদ নাহনুহ বলেন, ‘পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। যদি এভাবে চলতে থাকে, ভবিষ্যতে ভয়াবহ পরিণতি হবে।’ ইসরায়েলি সরকার মুখপাত্র শশ বেদরোসিয়ান বলেন, ‘আমরা সীমান্ত রক্ষা অব্যাহত রাখব এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন চাই। হিজবুল্লাহকে পুনরায় সশস্ত্র হতে দেওয়া হবে না।’ হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, তারা যুদ্ধবিরতি মেনে চলবে, তবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বৈধ অধিকার তাদের রয়েছে।

এদিকে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী বাহিনী (ইউএনআইএফআইএল) জানিয়েছে, ইসরায়েলের এই বিমান হামলা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৭০১ নম্বর প্রস্তাবের স্পষ্ট লঙ্ঘন। তারা ইসরায়েলকে অবিলম্বে হামলা বন্ধের আহ্বান জানায় এবং লেবাননকেও উত্তেজনা না বাড়ানোর অনুরোধ করে।

লেবাননের সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে হামলাকে ‘শত্রুর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা’ বলে নিন্দা জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবারের হামলায় দক্ষিণ লেবাননের আব্বাসিয়েহ শহরে একটি লোহা শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছে। মালিক আহমাদ আল–কাইয়াল বলেন, ‘এই কারখানায় ৫–৬টি পরিবার জীবিকা নির্বাহ করত। আমরা শুধু দরজা, জানালা, রেলিং তৈরি করতাম–কোনও যুদ্ধাস্ত্র নয়।’

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি: একুশের কেরামতি ছাব্বিশের তলানি!

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার দ্বিতীয় কিস্তি...

প্রকৃতির নিজস্ব খেয়ালে এখন কেমন জানি উত্তরে হাওয়া বইছে। বিশেষতঃ হিমেল উত্তরকন্যার অবহেলিত রাজত্বে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে? তথাকথিত উন্নয়নের হকার নেতারাও তো ইতিমধ্যেই ছক কষতে শুরু করেছে, কিভাবে উত্তরবঙ্গবাসীর মনে ভোটমুখী গরম হাওয়া বিলিয়ে দেওয়া যায়। হাজার হলেও এই মরশুমি ঠান্ডার পলকা মরশুমে।

তবে রাজ্যে প্রত্যাশিত বিধানসভা ভোট কিন্তু আগত ভরা বৈশাখী চড়া মেজাজি রোদ্দুরে হলে কি হবে, এই বেবী শীতের অকাল নভেম্বরেই যে পরোক্ষ জিঙ্গেল বেল বাজিয়ে ছাড়লো ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। মানতে না চাওয়া ঠ্যাটা বাংলায় এসআইআর হচ্ছে, হবেই রণংদেহী মনোভাবে। সুতরাং রাজনৈতিক পর্যায়ে বাজার গরম করা মনোভাব নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে অচিরে একটাই আশ্বাসবাণী সুকৌশলে ছড়িয়ে দাও, হে দুধেল গাইগণ তোমরা নির্ভয়ে আমাকে আরও একটিবার ভোটটি দাও, আমি তোমাদের দেব যাবতীয় আস্কারা। কি? আমরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি নাকি? ওসব আস্কারা টাস্কারা কভি নেহি। একদম চলবে না ওসব। অনেক হয়েছে এতদিন। অপর কোর্টের কুশীলবেরাও এখন মাঠ কাঁপাতে প্রস্তুত ভিন্ন দাবির পাঙ্গাতে, বেড়া ডেঙ্গানো ছেলে–মেয়েরা দেশ থেকে দূর হটো, দূর হটো।

দুই পক্ষের এমন অহং অস্মিতায় ভোটের ফুরফুরে দোলাচল হাওয়া রিয়েলি জমে ক্ষীর হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং থেকে কাকদ্বীপের প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী বুথে। কথায় আছে, এলাকায় বাঘ ঢোকার আগে নাকি ফেউ আসে। তেমনই ঘরে ঘরে নির্বাচনী প্রচারে বিনয়ের অবতার ভোট প্রার্থী পাখিরা আসার আগেই বঙ্গবাসীর দরজায় কড়া নাড়তে ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে তথাকথিত বিএলওরা। ফলে আতা গাছে তোতা পাখির মতো কেল্লা ফতের বাসনায় বুথ লেভেল ওয়ার্ম–আপে নামতে শুরু করেছে সব। যে যার মতো করে লাল, সবুজ, গেরুয়া জার্সি গায়ে।

এমনই চনমনে নির্বাচনী বাতাবরণে উত্তরবঙ্গেও যথারীতি সিংহভাগ জনমানসের হাবে ভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে একটা পূর্ব পরিকল্পিত এবার দেখে নেওয়ার পালা। এ হেন গণদেবতার অতি অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তা অবশ্যই রাজ্য শাসক দলের কাছে শিরদাঁড়ায় হিমবাহ বহনের মতোই কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। আবার বিরোধী শিবির শেষ পর্যন্ত শাসক বিরুদ্ধ বিগত ১৫ বছরের অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ভোটদান সহ নানাবিধ বেনিয়মের অভিযোগের ফসল নিজেদের ঝুলিতে কতখানি এককাট্টা অবস্থায় তুলে নিতে সক্ষম হবেন, এখন যে সেটাই কোটি টাকার প্রশ্ন।

সে যাই হোক না কেন, রাজ্যের উত্তরবঙ্গ কিন্তু সাম্প্রতিক কালে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে ‘আমরা করবো জয় নিশ্চয়’ হিসেবে দেখা দিয়েছে। তেমনই বিজেপি তো বাংলার এই ভূখণ্ড সম্পর্কে বেশ মিশ্র হাসি হেসেই চলেছে পরপর কয়েকটি নির্বাচনে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার সব। দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ার এই দুটি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মোট ১৪টি বিধানসভা আসন রয়েছে। গত বিধানসভা ভোটে এখান থেকে তৃণমূলের প্রাপ্তি মাত্র একে চন্দ্র। এসবই তো ইতিমধ্যে বহুল চর্চিত। উপরিউক্ত দুটি লোকসভা কেন্দ্রের একদম ঘা ঘেঁষা আরও দুটি সংসদীয় কেন্দ্র। সেক্ষেত্রে একটি যদি হয় কোচবিহার তবে অন্যটি অবশ্যই জলপাইগুড়ি।

চলতি ইংরেজি বছর শেষ হলেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট বেজে যাওয়ার কথা অন্তত স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। সেখানে উত্তরবঙ্গের অভ্যন্তরে কোচবিহার লোকসভা আসন অন্তর্ভুক্ত মোট সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলো হলো মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি, দিনহাটা, নাটাবাড়ি ও সিতাই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় থেকে কোচবিহার কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। পরপর ছয়বার এই লোকসভা কেন্দ্রে জেতে কংগ্রেস। তারপর থেকে এই আসনটি একচেটিয়া ভাবে দখল করে নেয় ফরোয়ার্ড ব্লক। কিন্তু ২০১৯ সালে সবাইকে হতবাক এটি চলে যায় বিজেপির পকেটে। কিন্তু আরও চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে ২০২৪ সালে। গতবছরের ডিংডং ইলেকশন ব্যাটেলের ব্যাটনটা আচমকা চলে যায় তৃণমুলের কব্জায়। বিজেপির

থেকে ২.৪১% বেশি ভোট তৃণমূলের ঝুলিতে পড়ে। মজার বিষয় হল ২০২১ সালের এই বিধানসভা আসনগুলির মধ্যে একমাত্র সিতাইয়ে জয় পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ঘাসফুলকে। পক্ষান্তরে বাদবাকি ছয়টি আসনে জিতে ছিল পদ্মদল। যদিও উপনির্বাচন পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হলে দিনহাটা বিধানসভা আসনটি চলে যায় কালিঘাটের তত্ত্বাবধানে। ফলে আগত বিধানসভা নির্বাচনে এই সাতটি আসনে ভোদাতারা বুথের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে যে কি ভেল্কি দেখাবেন তা নিয়ে কিন্তু যুযুধান দুই পক্ষই যথেষ্ট চাপে রয়েছে।

পরিসংখ্যান ঘাঁটলে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা ৭ টি বিধানসভার ফলাফল কিন্তু বিজেপির ঘরে উল্লাসের প্লাবন এনেছিল ২০২১ সালে। সেই নির্বাচনে মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি, দিনহাটা ও নাটাবাড়ি আসনে বিজেপি জিতেছিল যথাক্রমে ২৬,১৩৪, ১৪,৬১৫, ৪,৭৯৯, ১৭,৮১৫, ৫৭ ও ২৩,৪৪০ ভোটের ব্যবধানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলকে হারিয়ে। তবে টিএমসির কাছে সিতাইয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি হার মানতে বাধ্য হয় ১০,১১২ ভোটে।

আবার লোকসভার আবহে ২০১৯ সালে এই কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ভোট পায় ৭,৩১,৫৯৪টি। তৃণমূলের থলিতে যায় ৬,৭৭,০০০টি ভোট। সেই বছর জয়লাভ করে বিজেপি ৫৪,৫৯৪জন অতিরিক্ত ভোটদাতার সমর্থনে। তবে পাঁচ বছর পর জন সমর্থনের হাওয়া পাল্টে যায় এই কেন্দ্রে একেবারে উল্টো মেরুর অবস্থানে। ২০২৪ সালের ময়দানে সমস্ত হিসেব নিকেশকে তুড়ি মেরে তৃণমূল পেয়ে যায় মোট ভোটদাতার ৪৮.৫৭% সমর্থন। অর্থাৎ ৭,৮৮,৩৭৫টি ভোট। সেক্ষেত্রে বিজেপির ভাগ্যে জোটে ৭,৪৯,১২৫টি ভোট। যার শতকরা হিসেব হল ৪৬.১৬%। ফলে সেই অঞ্চলে সবুজ আবীর উড়েছিল ৩৯,২৫০ ভোটে জিতে যাওয়ায়।

সুতরাং কোচবিহার লোকসভা এলাকায় ভোটের ধারাবাহিকতা পরপর বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এই ভূখণ্ড আদতে কোনও দলের কখনও স্থায়ী সম্পত্তি হয়ে ওঠেনি। বারেবারে পাল্টি খেয়েই চলেছেন এখানকার ভোটদাতারা। দিনহাটা উপনির্বাচনেও সদ্য সমাপ্ত লোকসভা আসনটিতে ঘাসফুলের ক্লিন স্যুইপ কিন্তু এই অনিশ্চয়তার চরিত্রটি আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছে জনসমক্ষে। সুতরাং উক্ত এই সাতটি আসন আগামী বিধানসভা ভোটে কোন দলের মুখে সবচেয়ে বেশি হাসি ফোটাবে তা সময়ই বলবে। তবে কোচবিহার লোকসভা অঞ্চলটি যে বর্তমানে উত্তরকন্যার আনপ্রেডিক্টেবল হটসিট তা আর এখন বলার অপেক্ষা রাখে না। অগত্যা আর কি করার, হাতের পাঁচ, ফিফটি ফিফটি ব্রিটানিয়া বিস্কুটের কথাই না হয় মনে মনে থাক।

কোচবিহার লোকসভার কড়চা চর্চা হলে চায়ের সঙ্গে টায়ের মতো জলপাইগুড়ি আসনের কাটাছেঁড়া হবে না, তা কি হয় নাকি? এই তো গত বছরে সদ্য দিল্লির মসনদ মিলিজুলি শর্তে দখল করেছিল কমুণ্ডল পার্টি। সেই কমুণ্ডলে কিন্তু তাদের সার্মথ্য মতো উদার হস্তে জল সাপ্লাই দিয়েছিল জলপাইগুড়ি কেন্দ্রটি। অর্থাৎ গোদা বাংলায় জলপাইগুড়ি থেকে বিজেপি প্রত্যাশিত সাংসদকে। মোট ভোটার ১৮,৮৫,৯৬৩ জনের মধ্যে ৭,৬৬,৫৬৮ জনের আশীর্বাদ পেয়ে গেরুয়া শিবির পেয়েছিল ৪৮.৫৭% ভোট। অন্যদিকে তৃণমূল পায় ৬,৭৯,৮৭৫ জনের সমর্থন। যার অর্থ ৪৩.০৭% ভোটের তৃণমূলী তুষ্টি। অতএব গাণিতিক ভাবে ৫.৫০% বেশি ভোট পেয়ে ৮৬,৬৯৩ জন আমজনতার অতিরিক্ত রায়ে পার্লামেন্টে শপথ নেন গৈরিক সাংসদ। এই লোকসভা আসনেও রয়ে গেছে ৭ টি বিধানসভা কেন্দ্র। যথা মেখলিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, মাল, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও ডাবগ্রাম–ফুলবাড়ি। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার আগে এই লোকসভা কেন্দ্রটি ছিল কংগ্রেসের এক অটুট দুর্গ। কিন্তু পাশা উল্টে যায় ১৯৮০ সালে। সেই থেকে টানা নয়বারের জন্য জনসমর্থন ঢুকে যায় সিপিএমের সিন্দুকে। কিন্তু ওই যে একটা বাংলা প্রবাদ আছে, চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। ফলে জলপাইগুড়িতে ২০১৪ সালে বিজয় মালা পরে তৃণমূল। যদিও তৃণমূলও এই কেন্দ্রটিকে নিজের করে আগলে রাখতে পারেনি ২০১৯ ও ২০২৪–এ। তবে নবান্ন দখলের লড়াইয়ের কারণে ২০২১ সালে তৃণমূল জয় পায় মেখলিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ ও মাল–এ যথাক্রমে ১৪,৬৮৫, ৯১৪, ২৫,৭৭৩ এবং ৫,৪৬৫ ভোটের ফারাকে। আবার ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও ডাবগ্রাম–ফুলবাড়ি আসনগুলিতে বিজেপি বিজয়ী হয়েছিল ৪,৩৫৫, ১১,৯১১ ও ২৭,৫৯৩ ক্রমসংখ্যক ভোটের ব্যবধানে। এরপর ২০২৩ সালের উপনির্বাচনে ধূপগুড়ি আসনটি ছিনিয়ে নেয় শাসক ঘাসফুল।

সুতরাং ২০২৬ সালে জলপাইগুড়ি লোকসভা অন্তর্নিহিত বিধানসভা আসনগুলিতে কোন রাজনৈতিক দল অধিকাংশ ক্ষীর খেতে সমর্থ হবে তা কিন্তু এখন থেকেই বলাটা অনেকটা দূরূহ। কারণ ইতিমধ্যেই ভুয়ো ভোটার বাতিল করতে টি টোয়েন্টি মেজাজে ব্যাটিং করতে নেমে পড়েছে এসআইআর। এরপর আসল ভোটার অবশেষে ঝেড়েঝুড়ে কতটা থাকবে তার জন্য সকলকে অপেক্ষা করতেই হবে আরও দুই মাস। শাসকের প্রশাসনিক যন্ত্র যেমন মাঠে পুরোপুরি নামিয়ে দেবার সম্ভবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না তেমন জলপাইগুড়ি লোকসভা এলাকার বাসিন্দাদের সরকার বিরোধী আপন আবেগ কিন্তু এবার খুবই প্রকট। অন্তত হাটে বাজারে স্যোশাল মিডিয়ায় পাবলিক নার্ভ কিন্তু তাই সমর্থন করছে। একদম সরাসরি। অন্যদিকে, প্রকৃত ইক্যুয়েশনটা এখানে নির্ভর করছে সেই এসআইআর, সেই নিখাদ মনোস্থির, সেই ঝকঝকে ভোটার লিস্ট, তার উপর। আচ্ছা, একুশের কেরামতি কি তবে ছাব্বিশের ছাকনির তলানিতে পরিণত হয়ে যাবে না তো?

পাকা রাস্তা নির্মাণ

জয়ন্ত চক্রবর্তী : ২ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রায় ৭৪ লক্ষ টাকা অর্থানুকূল্যে পুরনিগমের অধীনস্থ ৪নং ওয়ার্ডের দূর্গানগর আপার সাইড লাইন থেকে ছোটু হাউজ পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, উক্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দসহ ওয়ার্ডের নাগরিকবৃন্দ।। এই পাকা রাস্তা তৈরির জন্য উক্ত ওয়ার্ডে নাগরিকরা শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র সহ সকল সদস্যকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, ২ নভেম্বর শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৭,৪৬,৮৮৪ টাকা অর্থানুকূল্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনস্থ ৪৩ নং ওয়ার্ডের সেবক রোড থেকে খাটু শ্যাম মন্দিরের সামনে দিয়ে রাষ্ট্রীয় বিকলাঙ্গ সেবা কেন্দ্র পর্যন্ত ড্রেন এবং কালভার্ট সহ পাকা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পরিষদ সদস্য ও কাউন্সিলরবৃন্দ। এই প্রকল্প শেষ হলে উক্ত ওয়ার্ডের সমস্ত নাগরিকের বহুদিনের আশা পূর্ণ হবে বলে উক্ত এলাকার নাগরিকদের অভিমত। উক্ত ওয়ার্ডের নাগরিকবৃন্দরা পুর নিগমের বর্তমান বোর্ডের যারা কর্ণধার রয়েছেন তাদের প্রশংসা করেন।

স্কুলে হবে আদা চাষ : আমবাড়ি ধনীরাম হাই স্কুলসহ কোচবিহার জেলার ২০টি স্কুল প্রাঙ্গনে আদা চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ওই প্রশিক্ষণকালে আমবাড়ি স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষকসহ জেলার অন্যান্য স্কুলের শিক্ষক ও আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়নি

প্রথম পাতার পর

তিনি আমাদের আজকের উপরাষ্ট্রপতি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যদিও বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিথ্যা গল্পকে যুগের পর যুগ মান্যতা দিয়ে চলেছেন। গত ৩১ অক্টোবর যখন কেন্দ্রীয় সরকার দেশজুড়ে বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০ বছর স্মরণ করছে সেই সময় দক্ষিণ ভারতের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নেতাজির ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মথুরালিঙ্গম থেবরের ১১৮তম জন্মবার্ষিকীর মঞ্চে বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি বলেন তার কাছে কোন প্রমাণ না থাকলেও যিনি বিশ্বাস করেন বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘটেনি। থেবরের কথা তিনি বিশ্বাস করেন। থেবর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পর নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন বলে জানান। তিনি আরো বলেন মথুরালিঙ্গম থেবর জীবনে একটি মিথ্যা কথাও বলেননি। পিআইবির একটি নথিতে জানতে পারা যায় থেবর জানিয়েছিলেন নেতাজি বেঁচে আছেন এবং দিল্লিতেই আছেন। ওই সরকারি নথিতে এটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে নেতাজীর তথাকথিত বিবাহ, স্ত্রী এবং কন্যার বিষয়টি ভারত সরকারের সাজানো। বর্তমান উপরাষ্ট্রপতির এই বক্তব্যটি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রকাশিত হলেও রাজনৈতিক মহলে কোন তাপ উত্তাপ লক্ষ্য করা যায়নি। মনমোহন সিংয়ের সরকারের আমলে নেতাজীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট অসম্পূর্ণতার অজুহাতে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। দেশের অসংখ্য নেতাজী অনুরাগী আরো সত্য প্রকাশের জন্য উৎসুক হয়ে আছে। উল্লেখ্য দাবিদার বসু পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে বারংবার যাতে আগামী ২৩ জানুয়ারির আগে জাপানের রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দির থেকে তথাকথিত চিতাভস্ম যাতে ভারতে আনা হয় সেই মর্মে জোড় তৎপরতা শুরু করেছে। নেতাজী কন্যা বলে কথিত বিদেশিনী এনিটা পাফ ছাই ভস্ম আনার পক্ষে সওয়াল করছেন। যদিও দাবিদার বসু পরিবারের তরফ থেকে মুখার্জি কমিশনে জানানো হয়েছিল এনিটার ডিএন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কিংবা ওই চিতাভস্মের সঙ্গে মিলবেনা না।

লোকসংগীত কবিগানের মাধ্যমে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : নারী নির্যাতন, পথেঘাটে অশ্লীল আচরণ, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের হয়রানি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয় নলহাটি ১ নং ব্লকের কলিঠা শেরগ্রাম কুশিপুর গ্রামে। নারী পাচার, সাইবার ক্রাইম ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন ও সুরক্ষা বিষয়ক দিকগুলো তুলে ধরেন লোকসংগীত, কবিগান এবং বক্তব্যের মাধ্যমে। আলোচনা শিবির থেকেই কিছু মহিলা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরে যার ফলে কিছু কিছু সমস্যা তৎক্ষণাৎ সেখানেই সমাধান করা হয় বলে আয়োজকরা জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব ও জজ নিরুপমা দাসভৌমিক, অধিকার মিত্র মোহাম্মদ রফিক, মিলন দাস সহ বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।

এক টুকরো 'মিনি বেঙ্গল'

প্রথম পাতার পর

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সঞ্জীব লাহা। তার ওই গলিতে অ্যান্টিকসের দোকান। তার আদি বাড়ি বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটিতে। তিনি অবশ্য এখন আর বাঁকুড়া যান না। এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, আপনাদের পশ্চিম বাংলায় পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব কারণ ওখানকার মানুষজন সামান্য ভাতাতেই বিক্রি হয়ে যায়। বাংলায় না গেলেও বাংলার খবর রাখি, তবে বাংলা নিয়ে আমরা খুব উদ্বিগ্ন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম বাঙালি টোলা ধরে। একটি বিশাল দশকর্মা ভাণ্ডারের সামনে দাঁড়ালাম। এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন দোকানের সামনে। দোকানে শোভা পাচ্ছে দশকর্মা ভাণ্ডারের যাবতীয় দ্রব্য। ওই ভদ্রমহিলার নাম স্বপ্না গোস্বামী। তিনি জানালেন, এটা আমার শ্বশুর মশায়ের ১০০ বছরের পুরানো দোকান। বাঙালিদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও বিভিন্ন রিচুয়াল এর দ্রব্য আমার দোকান থেকেই বিক্রি হয়। কলকাতার বড়বাজার থেকে মাল আসে। তিনিও জানালেন যে বাঙালিরা এখানে খুব সুখে স্বাচ্ছন্দে আছে। মুলায়ম সিং যাদবের সময়ও আমাদের কোন কষ্ট ছিল না। বর্তমানে যোগী আদিত্যনাথের সরকারের আমলেও আমরা খুব ভালো আছি। এখানে সবাই মিলেমিশে থাকি দুর্গাপূজো, কালীপুজো সহ বাঙালীদের যা কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে পালন করি।

এই বাঙালি টোলার গলিতে বিভিন্ন ধরনের দোকান আছে। চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, অ্যান্টিকসের দোকান, ছাঁচ, পোশাকের দোকান, দশকর্মার দোকান, বাঙালি হোটেল সবই পাবেন। এই বাঙালি টোলায় পরপর আলাপ হল সন্তোষ পাল, শিবু চক্রবর্তী, সীমা নাগ, গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে। বাঙালি টোলার শেষ প্রান্তে বাঁদিকে একটি পুরনো দিনের বাড়ি চোখে পড়ল মন্দিরের আদলে। সেখানে ঢুকে পড়লাম। তখন সেখানে কৃষ্ণ, তারা মা, কালী এবং দুর্গা মন্দিরে সন্ধ্যা আরতি চলছে। এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ পরিচালিত হয় বাঙালিদের দ্বারা। জানা গেল নাটোরের রানী ভবানী ১৭৫৭ সালে এই বারাণসীতে বাঙালি সংস্কৃতিকে আরো উন্নত করার জন্য এখানে একটা বাঙালি কলোনি স্থাপন করেছিলেন। এই মন্দিরের গাত্রে রানী ভবানীর ছবি শোভা পাচ্ছে। কিছুটা এগিয়ে যেতে বাঁদিকে একটি মন্দির থেকে ভেসে এলো বাংলায় প্রার্থনা সংগীত– 'ভব সাগরও তারণও কারণও হে'। সেটি শ্রীগুরু আশ্রম। এক জায়গা দেখলাম এক ব্যক্তি সরদে তান ধরেছেন। এখানে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যেমন কিনতে পাওয়া যায় তেমন বাংলা শাস্ত্রীয় সংগীতও শিক্ষা দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে ষোলো আনা বাঙালিয়ানার স্বাদ অনুভব হবেই হবে। অনেক বাঙালি ব্যবসায়ীকে দেখলাম যারা এখানে কারিগর দ্বারা উৎপাদন করে বেনারসি শাড়ি অত্যন্ত সস্তায় বিক্রি করছেন। কলকাতা থেকে বা বাংলা থেকে যদি কেউ বারাণসী আসেন অবশ্যই এই বাঙালি টোলা পরিদর্শন করে যাবেন। এখানে বারাণসীর বুকে টুকরো 'মিনি বেঙ্গলে'র স্বাদ পাবেন।

এসআইআর আতঙ্কে যৌনকর্মীরা

রবীন দাস : ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর বাড়ি বাড়িতে যাওয়া শুরু করেছে বিএলওরা। তবে নাম থাকা না থাকার আতঙ্ক কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বহু মানুষের, এবার আতঙ্ক পেয়ে বসলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ ব্লকের পশ্চিমপাড়া সংলগ্ন রূপচাঁদ ঘাটের যৌনকর্মীদের।

কাকদ্বীপের এই পশ্চিম পাড়ার রূপচাঁদ ঘাট এলাকায় প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে যৌনকর্মীরা বসবাস করে। যাদের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রায় ৩৫ জন মহিলা রয়েছে, কারো সঙ্গে রয়েছে সংসারের দু একজন প্রতিনিধি যাদের মধ্যে সন্তান বৃদ্ধ বাবা–মা থাকতে দেখা গেছে। এসআইআর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত যৌনকর্মীদের মধ্যে বহুদিন ধরে মনের মধ্যে চেপে রাখা কষ্ট বেরিয়ে পড়েছে। যদিও বা ৮ থেকে ১০ জনের ভোটার কার্ড বা পরিচয় পত্র রয়েছে। তবে ২০০২ এর লিস্টে নাম রয়েছে মাত্র হাতে গোনা ২–১জনের।

এই সমস্ত যৌনকর্মীদের একটাই দাবি, আমাদের যদি ২০০২ এ নাম না থাকে তাহলে কি আমাদের চলে যেতে হবে? যাদের পরিচয় পত্র বা ভোটার কার্ড রয়েছে তাদের দাবি তাদের ভোটার কার্ডটা বাতিল হয়ে যাবে কিনা। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কি তারা ভোট দিতে পারবে না। এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া অত সোজা না হলেও এসআইআর সমাপ্ত হবার পরেই আসল রহস্য সামনে আসবে। কারা থাকলো কারা বাদ পড়লো, আর যারা বাদ পড়ল তাদের অবস্থা কি হবে, তবে এছাড়া আর আতঙ্ক যে যৌনকর্মীদের মনমরা করে তুলেছে সেটা দেখলেই বোঝা যায়।

এলাকার বহু বিশিষ্ট মানুষের দাবি এই সমস্ত যৌনকর্মীদের জন্য সরকার ভালো কাজ বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক। যার ফলে এরা এই সমাজের ফিরতে পারবে। এখন দেখা আর এসআইআর হয়ে যাওয়ার পর এই সমস্ত যৌনকর্মীদের মুখে হাসি ফুটবে। না আতঙ্ক কুড়ে কুড়ে খাবে।

লক্ষাধিক মানুষের সমাগমে জমজমাট দাঁইহাটের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : লক্ষাধিক মানুষের সমাগমে এবারও জমজমাট হয়ে উঠেছিল দাঁইহাট শহরের ৫০০ বছরের অধিক ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব। শাক্ত–বৈষ্ণব এই জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদী তীরবর্তী ঐতিহাসিক প্রাচীন জনপদ দাঁইহাটে দু'দিনের রাস উৎসবের সূচনা হয়েছিল ৫ নভেম্বর। বৃহস্পতিবার রাতভর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি এবং কয়েক কিলোমিটার শহরজুড়ে উদ্যোক্তাদের অনেককেই প্রতিমা সহ শোভাযাত্রা নিয়ে নিজ মণ্ডপে ফিরতে সকাল হয়ে যায়। এনিয়ে ছোটোবড়ো

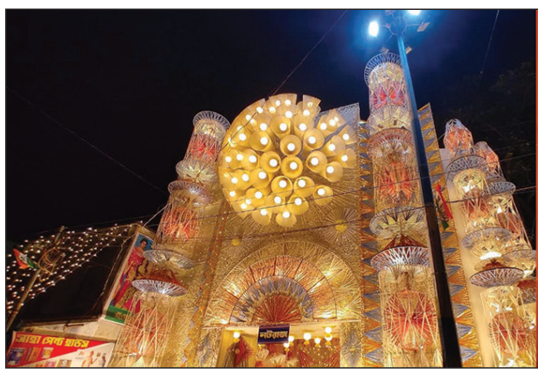

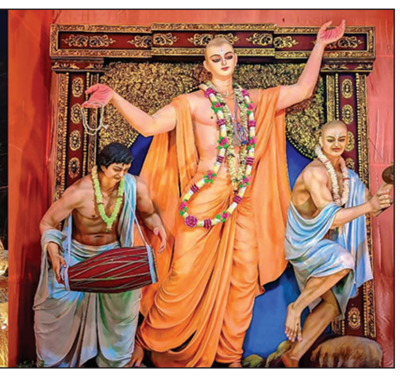

মিলনক্ষেত্রে বড়োকালী, শবশিব, গণেশজননী, উগ্রচণ্ডী, মাতঙ্গীদেবীর পুজোর পাশাপাশি নানান থিমের প্রতিমা, বাহারি মণ্ডপ, চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা, ট্যাবলো, বিভিন্ন প্রদেশের বাজনা ও নৃত্য সহযোগে শোভাযাত্রা, মেলা..সবমিলিয়েই দাঁইহাটের জমজমাট রাস উৎসব। বর্তমানে যা রাজ্যের উৎসবগুলির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। পূর্ব বর্ধমান উৎসব শেষ হয়। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া মোটের ওপর শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব সম্পন্ন হলেও রাসের শোভাযাত্রা নিয়ে বেশ কিছু মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। গতবারের মতো এবারও নির্দিষ্ট রুটের বিভিন্ন জায়গায় নানাকারণে দীর্ঘক্ষণ ধরে শোভাযাত্রার গতি স্তব্ধ হয়েছিল। ফলে গভীর রাতে অসংখ্য দর্শনার্থী শোভাযাত্রার অসংখ্য পুজো উদ্যোক্তারা বেশ ক্ষুব্ধ। তাদের মৌখিক অভিযোগ, লক্ষ লক্ষ টাকার বাজেটের শোভাযাত্রার আয়োজন বহু মানুষই দেখতে পেল না। তারা কার্যত হতাশ। নানাস্তরের প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণেই দাঁইহাটের রাস উৎসবের ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা এবারও মার খেয়েছে। শহরবাসীও পুজো উদ্যোক্তাদের এই অভিযোগকেই মান্যতা দিয়েছে।

হাওড়া রাসমেলা

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : হাওড়া আন্দুল মহিয়াড়ী কুন্ডু চৌধুরীদের পারিবারিক রাস উৎসব এখন সকলের মুখে মুখে। পারিবারিক রাস উৎসব হলেও এখন তা দেখতে দূরদুরান্ত থেকে মানুষের ঢল নামে। যদিও জমিদার প্রথা নেই। সেই জমিদারি জৌলুস তবে এখনও পারিবারিক এই রাস উৎসব চলে আসছে স্বগৌরবে। এই রাস উৎসব উপলক্ষে এখানে বসে একটি মেলা। যা আন্দুল রাসের মেলা নামেই পরিচিত। মহা সমারোহে যেমন পুজোপাঠ হয় তেমনি মেলায় থাকে নতুনের ছোঁয়া। এই মেলায় বিভিন্ন খাবারের স্টলের পাশাপাশি মনোহারী দোকান ও ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। এই মেলা দেখতে মানুষের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো। মেলা চলবে প্রায় ১৫ দিন।

বন্দেমাতরম–এর গৌরবময় সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে মহেশতলার সারঙ্গাবাদ থেকে বাটামোড় পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজন করেছিল ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মহশতলার বিধানসভার পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভানেত্রী সোমা ঘোষ, সহ সভাপতি পিন্টু ভট্টু, সাধারণ সম্পাদিকা মানসী সাহা সহ ৩০০–এর বেশি জাতীয়তাবাদী কার্যকর্তারা।

ব্যাঘ্র আক্রান্ত পরিবারদের শীতবস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোস্টাল থানা ছোট মোল্লাখালীর অন্তর্গত সাতজেলিয়া ও লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাঘ্র আক্রান্ত পরিবারের পাশে থেকে ২০০৮ সাল থেকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছে সাধুপুর বাণী খালী সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার মণ্ডল জানালেন, ২০০৮ সাল থেকে তারা এই সমস্ত দুস্থ ব্যাঘ্র আক্রান্ত পরিবারের পাশে থেকে কাজ করে চলেছেন। মূলত এই সমস্ত অসহায় বিধবা পরিবারগুলির জন্য খাদ্যবস্ত্র ও শীতবস্ত্র সামগ্রী প্রদান করে থাকে সোসাইটি। এমনকি তাদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ও মেডিকেল পরিষেবারও ব্যবস্থা করা হয় মাঝে মধ্যে। বহু বিদগ্ধ পুরুষ ও মহিলা সমাজসেবী তারা এই সাধুপুর বাণীখালী সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগের সহযোগিতা করে থাকেন নিয়মিত। যেমন বারুইপুর মহিলা থানার আইসি কাকলি ঘোষ দস্তিদার সহ বাসন্তী ব্লকের আরেকজন সমাজসেবী অমল নায়েকও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। ইতিমধ্যেই এই সংগঠন প্রায় ৪০০টি পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। যাদের বৈধ কাগজপত্র ছিল বিশেষ করে জঙ্গলে যাবার পাস বা নৌকার পাশ ছিল তাদের জন্য লড়াই করে সরকারের কাছ থেকে প্রায় ২০–২৫ টি পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা অনুদানও পাইয়ে দিয়েছে এই সংগঠন। সংগঠনের সম্পাদক প্রদীপ কুমার মণ্ডল জানালেন, আমাদের এলাকার রাস্তাগুলির কিছু কিছু জায়গায় বেশ বেহাল অবস্থা হয়েছে এ ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত যদি লক্ষ্য দেয় তাহলে খুব ভালো হয়। আগামীদিনেও এই সমস্ত এলাকার ব্যাঘ্র আক্রান্ত দুস্থ পরিবারের পাশে থেকে তাদের মানবিক কর্মসূচি চালিয়ে যেতে চান সাধুপুর বাণীখালি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

আলিপুর বার্তাকে অভিনন্দন

আমি আলিপুর বার্তার একজন পুরোনো পাঠক। দেখতে দেখতে আলিপুর বার্তা ৬০ বছরে পা দিল জেনে অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করছি এবং আপ্লুত হলাম। আমার কাছে গর্ত ১২.০৮.১৯৯২ সালের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বিরুপক্ষ চট্টোপাধ্যায়ের এবং ২৫.০৩.১৯৯৪ সালে লেখা বর্তমান কার্যকরী সম্পাদক প্রণব গুহর চিঠি আজও সযত্নে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত আলিপুর বার্তাও আছে যা গত ৩ আগস্ট বারাসাতের সাংবাদিক কল্যাণ রায় চৌধুরি আমার বাড়িতে এসে সচক্ষে দেখেও গেছেন। বর্তমানে আলিপুর বার্তা দৈনিক কাগজ–এর সমতুল্য বড় কাগজ এবং রঙিন ছবিসহ প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে গ্রামীণ সংবাদ সহ সাহিত্য সংস্কৃতি পাতায় নতুনদের লেখা প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকের সংখ্যা ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলিপুর বার্তা দৈনিক সংবাদপত্রের সঙ্গে টক্কর দেওয়া কাগজ। পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

–বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

বঙ্গের এসআইআরে কড়া নজরদারি কমিশনের

প্রথম পাতার পর

কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, সাধারণত বিএলওরা বাড়ি বাড়ি যাবেন, ফর্ম দেবেন এবং ফিলাপ করবেন। সেখান থেকেই কিউআর কোড রেজিস্টার করে জিপিএস ট্রাকিংয়ের মাধ্যমে তা জাতীয় নির্বাচন কমিশনে পাঠাবেন। কিন্তু কোথাও যদি শাসকদলের বা পার্টি অফিসে কোন বিএলওরা একসঙ্গে ৫০–৬০টা ফর্ম একই জায়গা থেকে বিএলও মারফত রেজিস্টার্ড করান তাহলে সেটা স্ক্যানিং সিস্টেমের মাধ্যমে ধরা পড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট বিএলওদের ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পশ্চিমবঙ্গের এসআইআরের ব্যাপারে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এতটা গুরুত্ব দিচ্ছে কেন? কারণ এরা কমিশনের কাছে এ রাজ্যের যে সমস্ত তথ্য উঠে এসেছে তা অত্যন্ত বিস্ফোরক। ২০০২ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যেখানে জনসংখ্যা বেড়েছে ৩১.৭ শতাংশ সেখানে ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে ৬৭.২৮ শতাংশ। কলকাতাতেই ভোটার বেড়েছে ৪ শতাংশ, উত্তর ২৪ পরগনায় ৮৩ শতাংশ, মালদহে ৯৫ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুরে ১০৫ শতাংশ, জলপাইগুড়িতে ৮২ শতাংশ, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ৭২ শতাংশ। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ এই সময় ভোটার বৃদ্ধির হার ২১.৮ শতাংশ। এমন কিছু তথ্য উঠে এসেছে যা কিছুতেই মেলাতে পারছে না নির্বাচন কমিশন। যদি শেষমেষ এসআইআর সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো ভোটার কত বাদ যাবে তা ভেবে অনেকেই অবাক হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কিছু এলাকা থেকে যেখানে বস্তিতে বিভিন্ন মানুষ বসবাস করত ধরা হচ্ছে তারা বাংলাদেশী ছিল তারা তাদের জিনিসপত্র নিয়ে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে। আগামীদিন এসআইআর নিয়ে আরো কত ঘটনা আমাদের চোখে আসবে সেটাই এখন দেখার।

নির্বাচন কমিশন যাই বলুক না কেন বাস্তবে এ রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় বিএলওদের কাজ করতে হচ্ছে রাজনৈতিক চাপের মধ্যে। অভিযোগ রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা পরিস্কার জানিয়ে দিচ্ছেন কোনো ভোটার বাদ দেওয়া যাবে না। বিভিন্ন এলাকার রাজনৈতিক দলগুলির ক্যাম্প থেকে ছড়ানো হচ্ছে নানা ধরনের বিভ্রান্তিমূলক প্রচার। আবার বিভিন্ন এলাকা থেকে ঝুপড়ি ও বস্তির বাসিন্দারা উধাও হচ্ছে বলে খবর আসছে। সীমান্তে বিএসএফ ও পুলিশ থাকলেও এত অনুপ্রবেশ কি করে ঘটল তা নিয়ে সংশয় ক্রমশ বাড়ছে। সব মিলিয়ে এ রাজ্যে সুষ্ঠভাবে এসআইআর শেষ করা নির্বাচনের কাছে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ।

'বন্দে মাতরম' সুতোয় গাঁথা হল

প্রথম পাতার পর

স্রষ্টা বিদায় নিয়েছেন ১৮৯৪ সালে। ১৮৯৬ তে বিডন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে গানটি পরিবেশন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্কিম বেঁচে থাকাকালীন গানটিতে সুর করেছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবাদ পুরুষ যদুভট্ট বা যদুনাথ ভট্টাচার্য। সেই সুর বদলে 'দেশ' রাগে সুর দিলেন রবীন্দ্রনাথ। এরপর ১৯০১ সালের কলকাতা অধিবেশনে গানটি গাইলেন দক্ষিণাচরণ সেন। ১৯০৫ সালে কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে বন্দে মাতরম পরিবেশন করেন সরলা দেবী চৌধুরানী। এই সালেই হীরালাল সেন ভারতের প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন। এর সমাপ্তি হয়েছিল বন্দে মাতরম গানের মাধ্যমে। ১৯০৭ সালে মাদাম কামা ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকার যে রূপদান করেছিলেনতার মাঝের ব্যান্ডে দেবনগরী হরফে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিটি খোদিত ছিল। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ক্রমশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্র হয়ে উঠেছে 'বন্দে মাতরম'। ভারতের সব ভাষায় অনুবাদ হয়েছে বন্দে মাতরম। উর্দুতে গানটি অনুবাদ করেছেন আরিফ মহম্মদ খান। শ্রীঅরবিন্দ বন্দে মাতরমকে অনুবাদ করেছিলেন ইংরেজিতে। তিনি এটিকেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন। লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ বন্দে মাতরম নামে পত্র পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। একাধিক ব্যক্তি গানটিতে সুর করেছেন। এককথায় সারা ভারতে আজও দেশপ্রেমের মন্ত্র হিসাবে উচ্চারিত হয় 'বন্দে মাতরম'। ২০০২ সালে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দশটি জনপ্রিয় গান নির্বাচনের একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষায় ৭০০০ গানের মধ্যে থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত বন্দে মাতরম্ গানটি বিশ্বের দ্বিতীয় জনপ্রিয়তম গান নির্বাচিত হয়। 'বন্দে মাতরম' শব্দনন্ধের জনপ্রিয়তা ছাড়িয়ে গিয়েছে সর্বকালের গণ্ডি।

বন্দে মাতরম–এর ১৫০ তম পূর্তি উৎসব পালিত হচ্ছে সারা দেশ জুড়ে। তবে শুধু উৎসবের আঙ্গিকে নয় ধর্ম, বর্ণ, জাত–পাতের আজকের ভারতেও একান্ত প্রয়োজন রয়েছে বন্দে মাতরম–এর। ভারতবাসীকে এক জাতি–এক প্রাণ মন্ত্রে আরও একবার দীক্ষিত করতে ফের জাগ্রত করতে হবে বঙ্কিম চন্দ্রের ভারত মাতাকে। ১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ ভারত মাতার যে চিত্র এঁকেছিলেন সেটাই হোক সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় দেবতা।

মতুয়া ভাঙন রোধে

প্রথম পাতার পর

ওনার কাছে কোনও সঠিক তথ্য নেই। উনি মনগড়া কথা বলে মতুয়াদের ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি এও বলেন, সংগঠনের মধ্যে দালাল রাজ চলছে। এটা বন্ধ করার জন্যেই এই তৃতীয় মহাসঙ্ঘের সূচনা। কোটি কোটি মতুয়া। তিনটে কেন, যদি ৫টা দরকার পড়ে, তাহলে তাই হবে। ১৯৩২ সাল থেকে মতুয়া মহাসঙ্ঘ সমস্ত উদ্বাস্তু ও পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করে আসছে। এই সংগঠন তৈরি হয়েছে সময়ের ডাকে।'

এ প্রসঙ্গে মহাসঙ্ঘাধিপতি বিজেপি সাংসদ তথা মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, তৃতীয় সংগঠন তৈরি হয়েছে মানেই মতুয়ারা দ্বিধাবিভক্ত নয়। মানুষের প্রয়োজনে সংগঠন সংযোজন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন হতে পারে। তবে এটা নিশ্চিত যে মতুয়ারা ভারত ছেড়ে বাইরে যাবেনা এবং বে–নাগরিক হবে না। এটা মোদী সরকারের গ্যারান্টি। এর জন্য আমরা তিনটে জেনারেশন লড়াই করেছি। আজকে সেটা সার্থক হয়েছে মোদী সরকারের মাধ্যমে। সর্বহারা মানুষদের কথা ভেবে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট সহ কোনও রাজনৈতিক দল এই কাজ করেনি। আমি ধন্যবাদ জানাই মোদী সরকারকে। ভারতবর্ষের এইসব প্রান্তিক মানুষরা ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পেতে চলেছে এবং এটা বাস্তবায়িত হবেই। আমরা চাই এসআইআর হোক এবং বৈধ বিষয়টা এর মাধ্যমে সর্বসমক্ষে আসুক।'

২০০৩ এর তালিকা কুলপিতে

প্রথম পাতার পর

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন– 'সব বিধানসভা এলাকায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকা পাওয়া গেলেও কুলপির ক্ষেত্রে কেন নেই ২০০২ সালের তালিকা?' এবিষয়ে সোমবারই নির্বাচন কমিশনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, মাস দুয়েক আগেও কমিশন এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছিল যে, রাজ্যের কিছু বিধানসভা এলাকায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকা হারিয়ে যাওয়ায় ২০০৩ সালের খসড়া তালিকাকে সূচক ধরা হয়েছে। তবে কমিশনের তরফে আবারও জানানো হয় ২০০২ সালের পূর্ণাঙ্গ তালিকার সঙ্গে ২০০৩ সালের খসড়া তালিকার কোনও ফারাক নেই।

তবুও কুলপিতে ২০০৩ সালের তালিকা ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহ ও প্রশ্ন বাড়ছে–আদৌ কি সব নাম, সব ভোটার তথ্য ঠিকভাবে ভোটার তালিকায় উঠবে প্রশ্ন কুলপির বাসীন্দাদের।

উধাও স্থায়ী সাফাইকর্মী, ১০০ দিনেও এবার বায়োমেট্রিক

বরুণ মণ্ডল

শারদোৎসবের দিনগুলিতে কলকাতা শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে মূলত কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দফতরের স্থায়ী কর্মী ও 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান এমপ্লয়মেন্ট স্কিমে'র অর্থাৎ ১০০ দিনের কর্মীদের মিলিত প্রচেষ্টায়। কিন্তু সেই কলকাতায় বছরের অন্যসময় বেলা সাড়ে ১১টার পর শহরের রাস্তায় সাফাইয়ের কাজে নিযুক্ত লেবারদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পৌর অধিবেশনে মহানাগরিক ও মেয়র পারিষদদের উপস্থিতিতে এ অভিযোগ তুলেছেন উত্তর কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহা। অধিবেশনে উপস্থিত 'মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারপার্সন বাম পৌরপ্রতিনিধি মধুছন্দা দেব ও অপর বাম পৌরপ্রতিনিধি নন্দিতা রায় ইলোরার এই প্রস্তাবকে জোরালোভাবে সমর্থন করেন।

ইলোরা সাহার অভিযোগ ছিল, কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দফতরের স্থায়ী কর্মী ও কনট্র্যাকচুয়্যাল কর্মীদের কাজের সময় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। সকালে এদের বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে হাজিরা হয় এবং দুপুরে বেলা ১টার সময়ও এদের বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে ছুটি হওয়ার কথা। এখানে তার বক্তব্য, কিন্তু দেখা যায় সাড়ে ১১ টার সময় রাস্তায় আর এই লেবারদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে ছুটির সময় বায়োমেট্রিকে অ্যাটেনডেন্সটা কীভাবে হচ্ছে, সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে শৃঙ্খলাপরায়তা আনতে একটু কঠোর হওয়ার দরকার আছে। এক্ষেত্রে এডি বা সিইওদের দায়িত্ব কিন্তু তাঁরা সঠিকভাবে পালন করছে না। আর জঞ্জাল অপসারণ দফতরের ১০০ দিনের কর্মীদের অটেনডেন্স হয় রেজিস্ট্রার খাতায়। আর খাতায় হওয়ার সুযোগ নিয়ে কোনও কোনও ১০০ দিনের কর্মী দীর্ঘদিন কাজে অনুপস্থিত থেকেও সবার দৃষ্টি এড়িয়ে অনলাইনে পুরো বেতন এবং শারদোৎসবের বোনাস পেয়ে যাচ্ছে। ইলোরা সাহার প্রস্তাব, কলকাতা পৌরসংস্থার সমস্ত দফতরের ১০০ দিনের কর্মীদেরও হাজিরা ও ছুটি উভয় সময়েই বায়োমেট্রিকে"র মাধ্যমে অ্যাটেনডেন্স করা হোক, যাতে ওইসব কর্মীদের উপস্থিতির সঙ্গে স্যাল্যারির একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। কারণ, বেলা ১১ থেকে সাড়ে ১১ টার পর আর রাস্তায় জঞ্জাল অপসারণের কাজে স্থায়ী কর্মী কিংবা ঠিকাদারি কর্মী বা ১০০ দিনের কর্মীদের দেখতে পাওয়া যায় না। এতে ১০০ দিনের কাজের পরিকাঠামো কিন্তু ভবিষ্যতে নষ্ট হয়ে যাবে। এরা কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণের কাজের স্ট্রেংথ সব দফতরেরই। স্বাস্থ্য পরিষেবা, জঞ্জাল অপসারণ, ইঞ্জিনিয়ারিং, বস্তি দফতরে ১০০ দিনের কর্মীদের দল এরা কলকাতার চেহারাটাকেই বদলে দিয়েছে। কিন্তু এইভাবে কাজে ফাঁকি দিয়ে মাসের পর

মাস বেতন পেয়ে যায়। তাহলে কাজটা ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে। এই অপরিস্থিত বের হতে হবে। বায়োমেট্রিকে সব ধরনের কর্মীদের প্রবেশ–প্রস্থানে ম্যানড্যাটারি করা দরকার।

এই প্রস্তাবের জবাবী বক্তব্যে, কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দফতরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান এমপ্লয়মেন্ট স্কিম এটা হল পুরোপুরি রাজ্য সরকারের প্রকল্প। এই প্রকল্পের সঙ্গে কেন্দ্রের কোনও সম্পর্ক নেই। এই প্রকল্পের পুরো টাকাটা রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতর থেকে আসে। এটা ২০১০ সালের পয়লা ডিসেম্বর কলকাতা পৌরসংস্থায় চালু করা হয়েছিল। এখন পৌর কর্মীদের রেটিনার মাধ্যমে বায়োমেট্রিক হয়। জঞ্জাল অপসারণ দফতরের ১০০ শতাংশ কর্মীর রেটিনার মাধ্যমে বায়োমেট্রিক হয়। দিনের সেকেন্ড বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স না দিলে তার স্যালারি হবে না। পৌরসংস্থায় এখন দু"টো সিস্টেম রেজিস্ট্রার খাতায় স্বাক্ষর ও রেটিনা বায়োমেট্রিক পাশাপাশি চলে। মাঝেমাঝেই অডিট করানো হয়। বায়োমেট্রিক অনুযায়ী স্যালারি হল কী না। আমার ধারণা বায়োমেট্রিক অনুযায়ী স্যালারী হয়। এটা পৌর আধিকারিকদের যেমন দায়িত্ব তেমনি বরো অধ্যক্ষ–অধ্যক্ষারও দায়িত্ব তেমনি পৌরপ্রতিনিধিদেরও দায়িত্ব। কোনও কর্মী সময়ের আগে চলে গেল কী না তা দেখা। অনেক ক্ষেত্রে হয় কী কোনও কর্মী ছুটির আগে কোথাও থেকে ঘুরেফিরে ঠিক দুপুর ১ টার সময় এসে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে বাড়ি চলে গেল। একটু নজরদারির প্রয়োজন আছে। তা করলে কোনও সমস্যা হবে না।

আর ১০০ দিনের কর্মীদেরও বায়োমেট্রিক আন্ডারে আনবার জন্য ভাবনাচিন্তা করছি। সারা কলকাতায় যতগুলি পৌরসংস্থার অফিস আছে, সমস্তটাই বায়োমেট্রিকে অ্যাটেন্ডেন্স হবে। পরিকল্পনা জারি রয়েছে। মহানাগরিক তার ব্যবস্থাও করেছে। মেয়র পারিষদের বৈঠকে তা পাসও হয়েছে। স্যালারি বিল পেমেন্ট হয় আধিকারিকের স্বাক্ষরের দ্বারা। ১০০ দিনের কর্মীরা কলকাতা পৌর এলাকার গত ১৪ বছরের অধিক সময় ধরে কাজ করছে। কলকাতায় তাঁরা সফলতার সঙ্গে কাজ করছে।

ঝাপসা: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মদিনে কেওড়াতলা স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সাংসদ তথা পৌর চেয়ারপার্সন মালা রায়, মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক দেবাশীষ কুমার সহ অন্যান্যরা। স্মৃতি সৌধের ভিতরের মূর্তিটি এখনও চশমাবিহীন। সিআর দাশের মৃত্যু দাশের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের সময় এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলে আধিকারিকেরা জানিয়েছিলেন খুব শীঘ্রই চশমা ফিরে পাবেন তিনি। যদিও এখন তা এসে পৌঁছয়নি।

বিপজ্জনক: সাইথিয়া নতুন ব্রীজে গর্ত, ঝুঁকি নিয়ে চলছে যাতায়াত।

ছবি : অভীক মিত্র

রাসযাত্রা: প্রতি বছরের মত এবছও শ্রীধাম মায়াপুরে ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব ৪ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত মহাসমারোহে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা ও রীতি নীতির মেনে পালন করা হয়।

ছবি : অরুণ লোধ

ব্যস্ততা: আলোচনায় ব্যস্ত বি এল ও রা,ভাগ করে নিচ্ছেন নিজের নিজের দায়িত্ব। বেহালা থানার কাছে।

ছবি : অভিজিৎ কর

মণ্ডপ সরঞ্জামে এবার জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ অক্টোবর মহাদশমী শেষে দু"সপ্তাহ ১৬ অক্টোবরের মধ্যে কলকাতা পৌরসংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন পার্ককে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ অনুমোদনের সময়েই দিয়েছিল কলকাতা পৌরসংস্থা। কিন্তু দশমীর পর একমাস অতিক্রান্ত হলেও এখনও বেশ কয়েকটি পৌর পার্কে মণ্ডপ নির্মাণে ব্যবহৃত বাঁশ,

কাঠ, তক্তা, পেরেক ইত্যাদি পড়ে আছে। পৌর উদ্যান দফতরের কাছে কলকাতার কোন কোন উদ্যানে দুর্গোৎসবের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল তার তালিকা রয়েছে। উদ্যান দফতরের কর্মীরা সেই সেই উদ্যান পরিদর্শনে যাচ্ছেন। যেসব উদ্যানে এখনও মণ্ডপের বাঁশ, তক্তা, কাঠ, পেরেক পরে রয়েছে, তা অবিলম্বে সরিয়ে নিতে হবে। অন্যথায়, একটা ভালো অঙ্কের জরিমানা আদায় করা হবে, নির্দিষ্ট দুর্গাপুজো কমিটির থেকে। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে এ সংবাদ জানা গিয়েছে। পৌর পার্কগুলিকে আবার আগের স্বাভাবিক খেলাধুলার অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

সংসদও সামলাবেন চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর ৪ নভেম্বর রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের সংসদ সভাপতি পদের সময়কালের মেয়াদ আরও একবছর বৃদ্ধি করলো। সংসদ সভাপতি মেয়াদ বাড়িয়ে আগামী ২০২৬ সালের ১১ আগস্ট মঙ্গলবার পর্যন্ত করা হয়েছে। যদিও সংসদ সভাপতি পদটি তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ড.ভট্টাচার্য্য বিগত ২০২১ সালের ১৬ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ড. ভট্টাচার্য্য ৩ নভেম্বর দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্যের(ভাইস চ্যান্সেলার) পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

সার্ধ–শতবর্ষে সরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মেরা যুবভারত উত্তর কলকাতার আয়োজনে হতে চলেছে এক বিশাল পদযাত্রা। এমনটাই জানালেন জেলা আধিকারিক প্রিয়াঙ্কা ঘোষ। এক সাংবাদিক সম্মেলনে মেরা যুব ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পরিচালক অশোক সাহা বলেন, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ এবং আশেপাশের এলাকাজুড়ে হবে এই পদযাত্রা। এনএসএসও যুক্ত হয়েছে এই কর্মকাণ্ডে যুবভারতের সাথে। বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজের এনএসএস–এর প্রজেক্ট অফিসার, প্রফেসর তুলিকা চক্রবর্তী বলেন, ইতিমধ্যেই কলেজে কুইজ, আঁকা, স্বচ্ছতা অভিযান সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। আধিকারিকেরা জানালেন সবকিছু ঠিক থাকলে ১৫ নভেম্বর পদযাত্রা হবে।

হোর্ডিংয়ে থাকবে কমিটির নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গাপূজা থেকে শুরু করে সর্বশেষ জগদ্ধাত্রী পুজো টানা শারদোৎসবের বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং–ব্যানারে থাকতে হবে, নির্দিষ্ট কোনও পুজো কমিটির নাম। ৩১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় পৌরভবন এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানান মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো–জগদ্ধাত্রী পুজো মিটে গেলেও আজও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় হোর্ডিং বা বাঁশের কাঠামো খোলা হয়নি। এবিষয়ে কলকাতার সমস্ত ক্লাব এবং পুজো কমিটির কর্তাদের কলকাতা পৌরসংস্থার তরফে সতর্ক করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, এইমুহূর্তে কলকাতায় থাকা হোর্ডিং ও বাঁশের কাঠামোর দায়দায়িত্ব কেউ নিতে চাইছেন না। সেইজন্য কলকাতা পৌরসংস্থা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার থেকে ক্লাব ও পুজো কমিটিকে হোর্ডিং এবং বিজ্ঞাপনের নীচের দিকে নিজেদের নাম রাখতে হবে। মহানাগরিক আরও জানান, হোর্ডিং ও ব্যানারে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের নাম থাকলে আর কেউ দায়দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারবে না। সেজন্যই এই সিদ্ধান্ত কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে গৃহীত হয়েছে।

ওসি বদল হলেও পরিবেশ বদলাবে কি?

নিজস্ব প্রতিনিধি: অতি প্রাচীন জনপদ চেতলা পুরোনো হাট বাজারের পরিচয় ছেড়ে ক্রমশঃ কসমোপলিটন কালচারে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু ফের এই এলাকাটি ৮০–৯০–এর দশকের অন্ধকারে ফিরতে চলেছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

আজ থেকে ৪০/৪৫ বছর আগে প্রশাসনিক গাফিলতি ও রাজনৈতিক মদতে বেশ কিছু বছর চেতলা চলে গিয়েছিল মস্তানদের কবলে। প্রত্যেকদিন চলত মারপিট, বোমাবাজি, ব্যবসায়ীদের উপর জোরজুলুম। খুন খারাবি ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। এর মূলে ছিল সাট্টা, জুয়া, মদের ঠেক থেকে তোলা আদায় নিয়ে রেষারেষি। তিতিবিরক্ত হয়ে এক সময় প্রতিরোধ গড়ে তোলে সাহসী কিছু চেতলাবাসী ও ব্যবসায়ীরা। বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠে প্রতিরোধ কমিটি, ব্যবসায়ী সমিতি। জনরোষের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় পুলিশ প্রশাসন ও রাজনীতি। অবশেষে

ছবি : মেটা এ আই

পরিস্থিতি বদলায়।

আবার যেন প্রশাসনিক ঢিলেমিতে সেই পুরানো ছবি ফিরে আসছে। চেতলাবাসীর প্রশ্ন, ১৭ নম্বর বাস স্ট্যান্ডে মদের ঠেকে খুন কি সেই অশনি সংকেত বয়ে নিয়ে আসছে। চেতলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, শুধু ১৭ নম্বর বাস স্ট্যান্ড নয় সন্ধ্যা নামলেই বিভিন্ন গলিগুলি চলে যায় বহিরাগত মদখোর, গাঁজাখোর, পাতাখোরদের দখলে। সেখানে মেয়েদের উপস্থিতি নতুন মাত্রা যোগ করছে। ওইসব গলির বাসিন্দারা প্রতিবাদ করলে জোটে অকথ্য গালিগালাজ ও হুমকি। পুলিশকে জানালে চটজলদি কোনো সুরাহা মেলে না। ফলে প্রশাসনিক দুর্বলতায় প্রশ্রয় পায় ওইসব অপরাধীরা। এক বাসিন্দা আক্ষেপের সুরে জানালেন, চেতলা থানার ওসিকে সরাসরি অভিযোগ জানালে তিনি হতাশ হয়ে বলেন বিভিন্ন কোনে নজর রাখার মত অত পুলিশ কর্মী থানায় নেই। তাই নিজেরাই ছবি তুলে থানায় পাঠিয়ে দিন। তাহলে তাদের অনেকটা সুবিধা হবে। অর্থাৎ ওলিগলিতে অপরাধ হলে পুলিশের সাহায্য পাওয়া অনিশ্চিত।

সাম্প্রতিক খুনের ঘটনায় চেতলা থানার ওসি বদল করা হয়েছে। কিন্তু কর্মীর অভাবে থানা শূন্য হলে ওসি বদল করে আদৌ অপরাধ দমন কি সম্ভব? এই প্রশ্ন ও আতঙ্ক নিয়ে দিন কাটছে চেতলার মানুষের।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

বেষ্ট প্র্যাকটিসেস পুরস্কারে পুরস্কৃত বিষ্ণুপুরের

বিদ্যানগর বালিকা বিদ্যালয়

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী

২০২৫ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'সেরা প্র্যাকটিসেস' ক্যাটাগরিতে সেরা বিদ্যালয় হিসেবে পুরস্কৃত করা হল বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের বিদ্যানগর বালিকা বিদ্যালয়কে। ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় সুদীর্ঘ সময় ধরে তার সুনাম বজায় রেখে চলেছে। বর্তমানে প্রায় ২০০০ ছাত্রী পড়াশোনা করে এই বিদ্যালয়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের গাইড লাইন অনুসারে ২০২২ সালে ২২ জন ছাত্রীকে নিয়ে গঠিত

হয়েছিল বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ক্লাব। এই সদস্য ছাত্রীরা সবাই অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। ২০২৫ সালে বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ক্লাবের নামকরণ করা হয় অহেনজিতা।

বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্য শিক্ষার্থীরা স্কুলের সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে তোলার কাজে নিয়জিত আছে যে, ১৮ বছর বয়সের আগে বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। এমনকি বিবাহ কেবল সাবালিকা এবং স্বনির্ভর হওয়ার পরেই করা উচিত। এমনকি স্বনির্ভর হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, বরং নিজের মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বও গড়ে তুলতে হবে প্রত্যেক নারীকে।

বাল্যবিবাহ, শিশু পাচার, এমনকি শিশুশ্রম প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির জন্য, আদর্শবাদ প্রচারের জন্য কন্যাশ্রী নোডাল শিক্ষিকা এবং প্রধান শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে নিয়মিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, প্রবন্ধ লেখা এবং স্লোগান পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরকম অনেক ক্ষেত্রে, ক্লাবের সদস্য মেয়েরাই এই প্রতিযোগিতার বিচার করে থাকে। কন্যাশ্রী ক্লাবের নাটকের দলের মেয়েরা বিভিন্ন রোল প্লে করে সচেতনতা বৃদ্ধি করে থাকে। প্রতিমাসে, কন্যাশ্রী মেয়েরা পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নিশ্চিত করার জন্য প্রধান শিক্ষক এবং নোডাল শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে কন্যাশ্রী ক্লাব কক্ষে মিলিত হয়। এই ক্লাবের ছাত্রীরা সেল্ফ ডিফেন্স প্রোগ্রাম স্বয়ংসিদ্ধা, ফিনান্সিয়াল লিটারেসি, লাইফ স্টাইল ম্যানেজমেন্ট, কেরিয়ার গাইড এবং আনন্দ পরিসর প্রশিক্ষণে যা শেখে এবং এক্সপোজার ভিজিটের সময় ব্যাংক, ডাকঘর ও থানার মতন জায়গায় গিয়ে তারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা স্কুলের বাকি সকল ছাত্রীদের সাথে ভাগ করে নেয়।

স্কুলের হেল্থ ক্যাবিনেট 'সহেলি'র সদস্য ছাত্রীরা কন্যাশ্রী ক্লাবের সাথে সহযোগিতায় কাজ করে। তারা হেলথ নোডাল শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রচারণা চালায়। এবছর জুলাই মাসের ২৩ তারিখে ইউনিসেফের ভারতের কান্ট্রি পার্সেন মিস সিন্থিয়া মুকাফ্রি এবং চিফ অফ ইউনিসেফ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল মিস্টার মঞ্জুর হোসেন তাদের টিম সহ বিদ্যানগর বালিকা বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ক্লাব পরিদর্শনে এসেছিলেন। তাঁরা বিদ্যালয় পরিদর্শন করে এবং কন্যাশ্রী ক্লাব সদস্য ছাত্রীদের সাথে নানান বিষয়ে কথা বলেন এবং প্রভূত প্রশংসা করেন। দিল্লি থেকে ইউনিসেফের অপর আর একটি টিম বিদ্যালয়ের 'কন্যাশ্রী ক্যাশ প্লাস' প্রকল্পের সফল রূপায়ণের পর্যবেক্ষণ এবং ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করতে বিদ্যালয় ভিজিট করেন ২৬ জুলাই। ওই দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কন্যাশ্রী ও.সি. প্রসূন ধাড়া। বিবিধ ছাত্রী কল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনার জন্য এই বছর বিদ্যানগর বালিকা বিদ্যালয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হয়েছে। প্রতিবেশী অঞ্চলের জনমানসে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ডেঙ্গু সচেতনতা বৃদ্ধি, নির্মল পরিবেশ বজায়করণ এবং প্লাস্টিক দূষণ বিষয়ক সচেতনতা জাগাতে, তামাক দূরীকরণ চেতনার উন্মেষের জন্য নিয়মিত পথ ফেরি করে থাকে।

এ বছর ১৪ আগস্ট জেলা স্তরে দ্বাদশ কন্যাশ্রী দিবস মহা সমারোহে উদযাপিত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের নিউ এডমিনিস্ট্রেটর বিল্ডিংয়ের ৪ তলার কনফারেন্স হলে। উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা

বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা পরিষদের বিভিন্ন সদস্য সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ। কন্যাশ্রী প্রকল্পের সফল রূপায়ণ সহ বিবিধ বিষয়ে সু–অভ্যাসের নিরিখে জেলার সেরা বিদ্যালয় হিসাবে বিদ্যানগর বালিকা বিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডের উপর একটি ছোট ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন করা হয়। এরপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এণাক্ষী কয়াল মণ্ডল–র হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা স্মারক এবং সার্টিফিকেট। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার বক্তব্য অনুযায়ী, কন্যাশ্রী দিবস কেবল একটি উদযাপন নয়, বরং নারীর ক্ষমতায়ন, মর্যাদা ও আত্মমর্যাদার এক গৌরবময় ঘোষণা। আমাদের বিদ্যালয়কে সেরা প্র্যাকটিসেস বিভাগে সম্মানিত করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই সম্মান আমাদের সমগ্র বিদ্যানগর বালিকা বিদ্যালয় পরিবারের যৌথ প্রয়াসের ফল।

আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিদ্যালয়ের প্রতিটি কন্যাশ্রীর হাতে শুধু পাঠ্যপুস্তক নয়, বরং সংস্কৃতিমূলক পরিশীলন, নৈতিক দৃঢ়তা এবং জীবনদক্ষতা পৌঁছে দেওয়া। আমরা চাই, তারা যেন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান, সমাজসচেতন ও মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে আমরা আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীত, পরিবেশ সচেতনতা এবং নারী স্বনির্ভরতার উপর নিয়মিত বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করার চেষ্টা করব।

মহানায়িকা সুচিত্রা সেনকে নিয়ে আলোচনাচক্র

শ্রেয়সী ঘোষ : ২ নভেম্বর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার সেনবাড়িতে(পি ৭৮ লেক রোড) আর্টিস্ট এন্ড রাইটার্স ফোরাম আয়োজন করেছিলেন এক আলোচনাচক্রের। বিষয় ছিল 'মহানায়িকা সুচিত্রা সেন'। এটি ছিল সংস্থার ১১৮ তম অধিবেশন। এ বিষয়ে বলতে এসেছিলেন অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। শিল্পীকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সংস্থার চেয়ারপার্সন অর্পিতা ভট্টাচার্য্য। শুরুতে সুচিত্রা সেন অভিনীত একটি ছবির গান (হৃদয় আমার সুন্দর তব পায়) তিনি উদ্বোধন সংগীত হিসেবে গাইলেন। পরবর্তী

টানা একটি ঘণ্টা ড.শঙ্কর ঘোষ শোনালেন মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের জীবনের নানান কর্মকাণ্ডের কথা, চলচ্চিত্রের কথা। প্রসঙ্গ সূত্রেই এলো বিভিন্ন ছবির গানের কথা। যে গানগুলি থেকে নির্বাচিত কিছু গান তিনি শোনালেন দর্শকদের। ফলে স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল হয়ে উঠেছিল সেই অনুষ্ঠান। সংস্থার সেক্রেটারি ড. কৃষ্ণদূত শিল্পীকে সার্টিফিকেট এবং মেডেল প্রদান করে সম্মান জ্ঞাপন করলেন।

আমতা পাবলিক লাইব্রেরীর বিজয়া সম্মিলনী

দীপংকর মান্না : ৩০ অক্টোবর ইতিহাস মাখা শতাব্দী প্রাচীন আমতা পাবলিক লাইব্রেরী ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনী। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ও চিকিৎসক তথা গ্রন্থাগারের সভাপতি ডাঃ নির্মল মাজি। তিনি সকল স্নেহময়ী মা-কে বিজয়ার প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানিয়ে

বলেন, 'শতাব্দী কাল ধরে চলে আসা আমতা পাবলিক লাইব্রেরীর বিজয়া সম্মিলনীর সাথে জড়িয়ে আছে প্রাচীন আমতার কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষের মেলবন্ধনের ছাপ।' জমজমাট এই বিজয়া সম্মিলনীতে যারা সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন– বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি তাদের সকলকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির লেখা 'উপলব্ধি' বইটি উপহার দেন। সাথে সাথে ডঃ মাজি উপস্থিত সকলকে আমতার বিখ্যাত পানতুয়া ও রসগোল্লা দিয়ে মিষ্টিমুখ করান।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, ১৯০৭ সালে স্থাপিত হয় আমতা পাবলিক লাইব্রেরী। প্রথমে নাম ছিল আমতা লিটারারি ক্লাব, স্থান ছিল আমতা বাজারের কাছে একটা ছোট্ট ক্লাব ঘরে। ১৯২৫ সালে আমতা বাজার থেকে লাইব্রেরী চলে আসে আমতা থানার কাছে রথতলায়, নাম হয় প্রান্স ক্লাব। ১৯২৭ সালে কিছু বই ও কয়েকজন সদস্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় আমতা সাধারণ পাঠাগার। ১৯৩৯ সালের ১ মার্চ রাজ্যপালের দফতর থেকে লেডি বাব্রোর্ন–এর সেক্রেটারি এল.জি. পিনেল ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠান গ্রন্থাগারের সভাপতিকে। আরও একটি ধন্যবাদের চিঠি পাওয়া যায় ১৯৪১ সালের ১৩ আগস্ট, শান্তিনিকেতন উত্তরায়ণ থেকে সেই চিঠি পাঠান রবীন্দ্রনাথের জেষ্ঠ্যপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্যবান এই চিঠি দুটি সযত্নে রাখা আছে গ্রন্থাগারের অটোগ্রাফ খাতায়। নানা ঘাত প্রতিঘাতে ১৯৫৭ সালে পাঠাগারটি আমতা পাবলিক লাইব্রেরী নামে রেজিস্ট্রি হয়, তৈরি হয় পাঠাগারের নতুন ভবন। ১৯৭৫ সালে লাইব্রেরীটি মহকুমা লাইব্রেরী নামে সরকারি অনুমোদন লাভ করেন। ১৯৫৫ সাল থেকে প্রকাশিত হয় লাইব্রেরীর ছাপানো নিজস্ব পত্রিকা সাহিত্যিকা। পত্রিকাটির প্রথমে নাম ছিল বনলতা। অরুণ নামে ছিল দেওয়াল পত্রিকা। প্রতি রবিবার বিকেলে বসতো সাহিত্য সভা, শর্ত ছিল সদস্যদের নতুন কিছু পড়ে শোনাতে হবে।

বর্তমানে লাইব্রেরীর সদস্য ৩২৫৪ জন। বই এর সংখ্যা ১৯৬৮০টি। লাইব্রেরীতে আছে বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বই, আছে বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগারে আসা বিখ্যাত মানুষের অটোগ্রাফ সহ মন্তব্যের সংকলন ও নানা কেরিয়ার গাইডেন্স বই।

গ্রন্থাগারের সম্পাদক সৈকত ঘোষ, গ্রন্থাগারিক সাবিনা খাতুন ও পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য নীপা বাসু জানালেন, করোনাকালে কয়েক বছর লাইব্রেরীটি বন্ধ থাকে। বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজির প্রচেষ্টায় লাইব্রেরীটি নতুন করে খোলার ব্যবস্থা হয়। তার কল্যাণে তৈরি হয়েছে নিজস্ব সাবমারশাবল কল। আরো ভালো খবর হল ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে লাইব্রেরীর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক অডিটোরিয়াম। জনমুখী গ্রন্থাগারের লক্ষ্যে গত জুন মাসে থেকে শুরু হয়েছে মাসিক আলোচনা চক্র।'

বর্তমানে গ্রন্থাগার প্রতিদিন সোম থেকে শুক্রবার বেলা ১ টা থেকে রাত্রি ৮ পর্যন্ত খোলা থাকে। গ্রন্থাগারের সদস্য হওয়ার জন্য কোন মূল্য লাগে না।

নেতাজি অনুগামী সমাজের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গতকাল শহিদ প্রদ্যুত ভট্টাচার্য্যের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নেতাজি অনুগামী সমাজ তাদের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এরপর সংগঠনের পক্ষ থেকে শহিদ প্রদ্যুত ভট্টাচার্য্যের জন্মভিটে গোপালনগরে তাঁর মূর্তি ও স্মৃতি সৌধে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্যরা শহিদের স্মৃতিচারণা করেন এবং তাঁর আদর্শে সমাজসেবামূলক কাজ চালিয়ে

যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সুপ্রকাশ রায়, সহ–সভাপতি বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, ও সম্পাদক সুব্রত বটব্যাল। নেতাজি অনুগামী সমাজের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমাজের মূল লক্ষ্য হল নেতাজির আদর্শে অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজকল্যাণের পথে এগিয়ে চলা।

বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার অনুষ্ঠান

মলয় সুর : ২ নভেম্বর কলকাতার বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজে বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকা বার্ষিক সাহিত্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। সুদুর আসাম, ত্রিপুরা, ওড়িশা ও উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা

থেকে আগত কবি, সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিক্ষক, গবেষক, প্রিন্সিপাল ও বিশিষ্ট মানুষদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী পীযূষ রায়(গন্ধরাজ)–এর কণ্ঠের গান অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল। এদিন উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন। মঞ্চে তার প্রথম গানটি সমস্ত দক্ষিণবঙ্গের মানুষদের এবং আসাম অন্যান্য রাজ্যের মানুষদের আমন্ত্রণ জানান উত্তরবঙ্গে একবার ঘুরে আসার জন্য। ও বৈদেশা বন্ধুরে কলকাতার বন্ধু রে একবার উত্তরবাংলা আসিয়া যান। দ্বিতীয় গানটি আসামের গোয়ালপাড়িয়া গৌরীপুর রাজ পরিবারের রাজকন্যা প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডের সেই পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত গানটি 'তোমরা গেলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে' । 'বারো মাসে তেরো ফুল ফোটে' আরো নানান ধরনের গান দিয়ে দিন মঞ্চ মাতিয়ে তোলেন শিল্পী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভাষাবিদ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকার, প্রাক্তন ডাব্লুবিসিএস আধিকারিক দীপ্তি মুখার্জি ও শিল্পপতি কবি সাহিত্যিক মানব মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত সকল দর্শক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিকভাবে অনুপ্রাণিত করে। দক্ষিণবঙ্গের কবি সাহিত্যিকদের মধ্য বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকা যুগ্ম সম্পাদক ড. অর্ণব দত্ত ও ড. সহদেব দলুই সাথে আসামের বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সাংগঠনিক নিহাররঞ্জন রায় (মহারাজ)কে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির ঐতিহ্য রাজবংশী জাতীয় হলুদ গামছা দিয়ে তাদের সম্মান জানিয়ে উত্তরবঙ্গে আহ্বান করেন গানের মাধ্যমে।

সিনেমার হাত ধরে উৎসবে ফিরলো বাঙালি

প্রিয়ম গুহ : ধনধান্য অডিটোরিয়ামে শুরু হয়ে গেল ২০২৫–এর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সূচনা করলেন সঙ্গে ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক ঝাঁক মন্ত্রী সহ টলি পাড়ার অভিনেতা অভিনেত্রী পরিচালকেরা। ডোনা গাঙ্গুলী এবং তার সম্প্রদায়ের নাচে শুরু হয় অনুষ্ঠান। বিকেল ৫ টা থেকে উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে দেখানো হয় উত্তম সুচিত্রার কালজয়ী জুটির ছবি সপ্তপদী। মহানায়কের জন্ম শতবর্ষ সূচনা লগ্নে তাকে এই ছবির মাধ্যমে কুর্নিশ জানানো হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি, শত্রুঘ্ন সিনহা, মহেশ ভাট্ট, লিলি চক্রবর্তী, রঞ্জিত মল্লিক,

সুজয় ঘোষ, প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, দীপক আধিকারী, গৌতম ঘোষ সহ সংগীত এবং সিনেমা জগতের অন্যান্যরা। ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গের একাধিক মন্ত্রী। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দেশের উপদূত সহ প্রতিনিধিরা।

চলচ্চিত্র উৎসব চলবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। দেশ–বিদেশের এক ঝাঁক ছবি দেখতে পাবে সিনেপ্রেমীরা।

এবছর বাংলা চলচ্চিত্র জগতের দিকপাল প্রদীপ কুমার, সন্তোষ দত্ত, ঋত্বিক ঘটক সহ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতের এক ঝাঁক দিকপাল এদের জন্ম শতবর্ষ তাদেরকে কুর্নিশ জানাতে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে চলচ্চিত্র উৎসবের এই অঙ্গন। সন্তোষ দত্তের অভিনীত সিনেমা জয় বাবা ফেলুনাথ দেখানো হবে ৯ নভেম্বর রবিবার রবীন্দ্র সদনে দুপুর একটা ৩০ থেকে।

গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ হিসেবে দেখানো হবে 'দো বিঘা জামিন' ৮ নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে দুপুর দেড়টা থেকে।

ঋত্বিক ঘটকের জন্ম শতবর্ষ হিসেবে দেখানো হবে অযান্ত্রিক, বাড়িতে থেকে পালিয়ে, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার, তিতাস একটি নদীর নাম ও সুবর্ণরেখা। ৭ নভেম্বর নন্দন–২ সংলগ্ন ফ্লয়ারে ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তিতাস একটি নদীর নাম ছবির প্রযোজন হাবিবুর রহমান। তিনি একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি শুধু প্রযোজনা করবো বলে এসেছি, আর উনি ছবি বেছেছেন। তবে ঋত্বিকবাবু না হলে ছবিটি করা সম্ভব হত না।'

এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহন করেছে 'কলকাতার কতকথা'র সদস্যরা।

এদিনেই গগনেন্দ্র প্রদর্শনালয়তে উদ্বোধন হয় শতবর্ষের আলোকে আলোকিত অভিনেতাদের নিয়ে। উপস্থিত ছিলেন প্রদীপ কুমারের মেয়ে অভিনেত্রী বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যেবেলা একতারা মঞ্চের গানে গানে সিনেমার সিনে আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন অরিন্দম গাঙ্গুলি, ইমন চক্রবর্তী, পৌষালী ব্যানার্জী এবং রাজকুমার রায়। সঞ্চালনায় ছিলেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। বিষয় : লোকগানের সুরে সিনেমার গান।

শিশির মঞ্চের আলোচনার বিষয় ছিল বিয়ন্ড বর্ডার। বক্তব্য রাখেন, ড. সুরঞ্জন দাস, মঞ্জিরা মজুমদার, হারাম পবন কুমার। সঞ্চালনায় ছিলেন এসভি রামান।

সত্যজিৎ রায় স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন রমেশ সিপ্পি, সুত্রধর হিসেবে ছিলেন পরিচালক গৌতম ঘোষ, জমে উঠেছে চলচ্চিত্র উৎসব মিঠে রোদে লম্বা লাইন পড়ছে নন্দনের সামনে। **ছবি : অরুণ লোধ**

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন

বয়সকেও হার মানায় চলচ্চিত্র উৎসবের টান

প্রীতম দাস : কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব মানেই সিনেপ্রেমীদের মিলনক্ষেত্র। বছরের এই একটা সপ্তাহের অপেক্ষায় থাকেন অনেকেই। এই সময় নন্দন চত্বরে এইদিক ওইদিক চোখ মেললেই দেখা মেলে বাঙালিদের সিনেমার প্রতি প্রেম সাথে সিনে বন্ধুদের এক সাথে মিলিত হওয়া। তবে সিনেমা বা চলচ্চিত্র উৎসব কি শুধুই বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সীমাবদ্ধ? না তা নয়, সিনেমার প্রতি বাঙালির ভালবাসা বয়স, লিঙ্গ সবের উর্ধে। হঠাৎ চলচ্চিত্র উৎসব প্রাঙ্গণে এক প্রিয়, আর সেটা যদি কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয় তাহলে তো তার টান অন্যরকমের কারণ বিদেশের সাথে সাথে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সিনেমা কোনও ভাবেই মিস করা যাবে না। আগে বিকালে বা ছুটির দিনে সিনেমা দেখতে গেলেও অবসরের পর চলচ্চিত্র উৎসবে দুপুরের খাওয়া–দাওয়া সেরে দুজনে বেরিয়ে পড়ি। ঘুরে ঘুরে নন্দন, রবীন্দসদন ও সংলগ্ন সিনেমা হলগুলোতে যখন যেই সিনেমা পছন্দ হয় সেখানেই চলে যাই। তার আগে বেছেনি তাই

বাঙালি দম্পতির দিকে চোখ পরতে দেখি সময়সূচিগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। আমার হাতে সময়সূচির বইটা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, একবার দেখা যেতে পারে বইটা? বইটা হাতে পেয়েই সূচির প্রত্যেক পাতার ছবি তুলতে লাগলেন, দেখে বুঝলাম চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হওয়ার অপেক্ষায় তারা। তাদের সাথে কথা বলে জানা গেল, ষাটোর্ধ ওই দম্পতি বেহালার চৌরাস্তার বাসিন্দা। সিনেমার প্রতি প্রেম তাদের অপরিসীম। চাকরি জীবনেও ছুটির দিনগুলিতে চলচ্চিত্র থেকে বিরত থাকতে পারেনি। আর এখন অবসরের পর তো মন চাইলেই বেরিয়ে পরে তারা। বৃদ্ধ বললেন, সিনেমা আমাদের দুজনেরই খুব জন্যেই ছবিগুলি তুলে নিলাম অনেকটা সুবিদা হল। প্রত্যেক দিন অন্তত দুটো সিনেমা দেখে রাতে বাড়ি ফিরবো এমনি ইচ্ছে আছে। শেষে একটু আবেগপ্রবণ হয়ে সমগ্র বাংলা ছবির উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমাদের সময় সিনেমার পর্দা রঙিন হত না তবে সিনেমার গঠন হত রামধনুর মত। আর এখন! কিছু কিছু সিনেমা ভালো হলেও বেশিরভাগ সিনেমাগুলো পরিবারের সাথে বসে দেখার মত নয়...।'

বোঝাগেল সিনেমার টান বয়সকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে, এমন একমাত্র দম্পতি নয় দেখা মিলবে অনেকের সাথেই। বৃদ্ধ বয়সেও এই ভালোবাসা কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের সার্থকতা।

১৯৬০–এর প্রেক্ষাপটে আসছে নতুন ছবি 'পরবাসী'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৬০ সালের অস্থির সময়কে পটভূমি করে নির্মিত হয়েছে নতুন বাংলা ছবি 'পরবাসী'। একগুচ্ছ তারকা শিল্পীকে নিয়ে ছবিটি পরিচালনা করেছেন মনেট রায় সাহা। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন লোকনাথ দে, কিঞ্জল নন্দ, দেবপ্রতিম দাসগুপ্ত, স্বাতী মুখার্জী ও সবুজ বর্ধন। তাঁদের সঙ্গে আরও রয়েছেন একাধিক নামী অভিনেতা–অভিনেত্রী। ইতিমধ্যে ছবির শুটিং সম্পন্ন হয়েছে।

'পরবাসী'–র গল্প শুরু হয় ১৯৬০–এর দশকের পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মীয় নিপীড়নের এক ভয়াবহ সময়ে। প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা নিমাই, তাঁর পরিবারকে নিয়ে নিরাপত্তার সন্ধানে ভারতে পাড়ি জমান। যাত্রাপথেই তাঁর কন্যা অসীমা হারিয়ে যায়—যা গোটা পরিবারের জীবনকে চিরতরে বদলে দেয়। উত্তর–পূর্ব ভারতের ত্রিপুরায় এসে তাঁরা আশ্রয় পান পুনীরাম নেতৃত্বাধীন এক আদিবাসী গ্রামে। ধীরে ধীরে নিমাই স্থানীয় শিশুদের পড়ানো শুরু করেন এবং পরিবার নতুন জীবনে খাপ খাইয়ে নিতে থাকে। এদিকে নিমাইয়ের ছেলে অতুল পুনীরামের কন্যা ফুলমতিকে ভালোবেসে বিয়ে

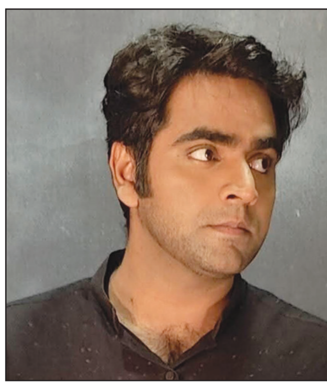

করে, যা দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে জটিল করে তোলে। এরই মাঝে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত শরণার্থী আগমনে স্থানীয় আদিবাসীরা জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কিছু বিপথগামী যুবকের হিংস্রতায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বাড়তে থাকে বিভাজন ও সংঘাত। এক সময় ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত মোড়ে, অসীমার সঙ্গে পরিবারের পুনর্মিলন ঘটে—যে এখন বাংলাদেশে 'অসীমা বেগম' নামে পরিচিত। কিন্তু এই পুনর্মিলনও আনন্দের নয়, বরং আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্বে এক গভীর মানসিক ট্র্যাজেডির জন্ম দেয়। অভিবাসী ও আদিবাসীদের মধ্যে সংঘাত ক্রমেই রক্তাক্ত পরিণতি নেয়। একাধিক শোকাবহ ঘটনার মধ্য দিয়ে ভেঙে পড়ে নিমাইয়ের সংসার, আর শেষে তিনি আবারও এক অনিশ্চিত পথে যাত্রা করেন—নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে। ছবিটি প্রযোজনা করছে পূর্ব দিগন্ত ফিল্ম প্রোডাকশন, প্রযোজক অনিল দেবনাথ। ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন অমিত চ্যাটার্জি, চিত্রগ্রাহক জায়েস নায়ার। গানে কণ্ঠ দিয়েছেন শান, ইমন চক্রবর্তী, মেখলা দাসগুপ্ত ও ইকশিতা প্রমুখ।

খুব শীঘ্রই 'পরবাসী' বড়পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে—এক অনবদ্য মানবিক গল্প, ইতিহাস ও আবেগের মেলবন্ধনে। ছবিটি ৩১তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতা মূলক বিভাগে মনোনীত হয়েছে। ৭ই নভেম্বর নন্দন, ৯ই নভেম্বর স্টার থিয়েটার (বিনোদিনী) ও ১০ই নভেম্বর মেট্রো সিনেমা হলে ছবিটি প্রদর্শীত হবে।

কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা

অসীম কুমার মিত্র : শ্রীশ্রীমদনমোহন দেবের পুণ্য রাসযাত্রা উপলক্ষে কোচবিহার পৌরসভা পরিচালিত ঐতিহ্যমণ্ডিত রাসমেলা (২১৩তম বর্ষ) শুরু হয়েছে ৪ নভেম্বর, চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। কোচবিহার স্টেডিয়াম ও স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাসমেলা মাঠেই মেলা হচ্ছে। এছাড়াও মদনমোহন বাড়ির চারপাশেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে মেলা। মদনমোহন বাড়িতে নানা পুজো–অর্চনার পাশাপাশি রাসচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসবের শুভ সূচনা হয়। এই রাসযাত্রার শুভ সূচনা করেন কোচবিহারের দেবত্র ট্রাস্টের চেয়ারম্যান তথা জেলাশাসক। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবকে ঘিরে এখন সাজোসাজো রব মদনমোহন বাড়িতে। রাসউৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই

মন্দির চত্বর সংস্কারের পাশাপাশি রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের প্রতিমা বসানো হয়। মেলার সময় মন্দির চত্বরের চারিদিকে থাকা গোল টিনশেডের ঘরগুলিতে রাখা হয় এই পৌরাণিক মূর্তিগুলিকে। রাসউৎসবকে ঘিরে রোজদিনই অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয় মদনমোহন মন্দিরে। বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রগুলি দেখার আগ্রহ এবং মন্দিরে রাসচক্র ঘোরাতে ও মদনমোহন দর্শনের দুর্নিবার আকর্ষণে বিভিন্ন জেলা থেকে ছুটে আসেন অসংখ্য ভক্ত এই মদনমোহন মন্দিরে। ১৮ দিনের এই মেলায় নানান বিকিকিনির পাশাপাশি মন্দির চত্বরে সংগীতের নানা অনুষ্ঠান, যাত্রাপালা, পালাগান, বাউল গান সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সব মিলিয়ে রাজার শহর জুড়ে এই কটা দিন থাকে রাসমাদকতায় ভরপুর। কোচবিহারের রাস উৎসবই সম্ভবত উত্তরবঙ্গের সবচাইতে বড় উৎসব।

আলিপুর বার্তার মিশন বীরভূম ও বাঁকুড়া

আলিপুর বার্তা সংবাদপত্র ষাট বছরে পদার্পণ করেছে। ২৪ পরগনা কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে আলিপুর বার্তা এখন সারা বাংলা জুড়ে। বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন খবর এবং পর্যটন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমরাও বারবার প্রতিবেদন করেছি। এই দুই জেলায় আরো নিবিড় ভাবে আলিপুর বার্তা কে পৌঁছে দেবার জন্য আমরা মিশন বীরভূম ও বাঁকুড়া কর্মসূচি নিয়েছি। বীরভূম জেলার তিনটি সাব ডিভিশন অর্থাৎ বোলপুর শ্রীনিকেতন, রামপুরহাট, সিউড়ি সদরের এবং বাঁকুড়া জেলার তিনটি সাবডিভিশন বাঁকুড়া সদর, খাতরা, বিষ্ণুপুর সদরের বিভিন্ন খবর তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি আমরা চাই দুই জেলার পাঠক পাঠিকারাও আলিপুর বার্তার সঙ্গে থাকুন। আপনারাও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর, কবিতা, জেলার অজানা পর্যটন কেন্দ্র বা তীর্থস্থান এর খবর পাঠান। সঙ্গে অবশ্যই ছবি এবং আপনার ফোন নাম্বার দেবেন। আপনিও সাংবাদিক এই স্বীকৃতি আলিপুর বার্তা সম্মানের সঙ্গে দিতে চায়। প্রতিবেদন পাঠাতে বা কোন কিছু জানতে এই নাম্বারে ফোন করুন কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৯৮৩০৮৫৪০৮৯/ ই–মেল: alipurbarta1966@gmail.com

আতশ কাচে

শামি ব্রাত্য

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ভারতীয় দলে চোট সারিয়ে প্রায় ৪ মাস পর দলে ফিরেছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার ঋষভ পন্থ। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে থাকা এন জগদীশন দল থেকে বাদ পড়েছেন। দলে ফিরেছেন বাংলার পেসার আকাশ দীপ। নেতৃত্ব দেবেন শুভমন গিল। তবে সুযোগ পেলেন না শামি। অথচ রঞ্জির প্রথম ২ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়েছিলেন মহম্মদ শামি।

সুনীল নেই

এএফসি এশিয়ান কাপ ফুটবলের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে ভারত ১৮ নভেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলবে। এই ম্যাচের জন্য ২৩ সদস্যর সম্ভাব্য ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়েছে। দলে বাংলা থেকে একমাত্র রহিম আলি দলে রয়েছে। দলে রাখা হয়নি সুনীল ছেত্রীকে।

রঞ্জি ড্র

আগরতলায় বাংলা ও ত্রিপুরার মধ্যে ৪ দিনের রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে ত্রিপুরা এই ম্যাচে তিন পয়েন্ট পেয়েছে। বাংলা পেল এক পয়েন্ট। ত্রিপুরার প্রথম ইনিংস ৩৮৫ রানে শেষ হয়। এরপর বাংলা দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেটে ৯০ রান সংগ্রহ করে। বাংলা প্রথম ইনিংসে করেছিল ৩৩৬ রান।

৫১ কোটি টাকা

বিসিসিআই বিশ্বকাপজয়ী ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের জন্য ৫১ কোটি টাকা অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এই অর্থ দলের খেলোয়াড়দের পাশাপাশি , সাপোর্ট স্টাফদের দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি ভারতীয় দল আইসিসির থেকে প্রায় ৪০ কোটি টাকা অর্থ পুরস্কার পাবে।

জুটিতে চ্যাম্পিয়ন

ভারতের প্রমোদ ভগত ও সুকান্ত কদম ইন্দোনেশিয়া প্যারা ব্যাডমিন্টন ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টে পুরুষদের ডাবলসে সোনা জিতেছেন। সুকান্ত – কদম জুটি ইন্দোনেশিয়ার দিয়োকো ও সেতিয়াওয়ান জুটিকে ২১–১৬, ২১–১২ গেমে পরাজিত করেছেন।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা ত্রিপুরা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অলরাউন্ডার রাজেশ বনিক ত্রিপুরার আনন্দনগরে এক পথ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিলো ৪০ বছর। পরিবারে তার বাবা, মায়ের পাশাপাশি ভাই রয়েছে। ২০০২ – ২০০৩ মরশুমে ত্রিপুরার হয়ে রঞ্জিতে অভিষেক হয় রাজেশের। রাজ্য দলের প্রথম সারির ক্রিকেটারদের অন্যতম ছিলেন রাজেশ।

সম্বর্ধিত সায়নী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজভবনে সম্বর্ধিত হলেন এশিয়া সেরা সাঁতারু সায়নী দাস। সম্প্রতি, রাজভবনে আয়োজিত একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস একটি মানপত্র ও স্মারক সহ একটি চেক সায়নীর হাতে তুলে দিয়ে তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ওপেন ওয়াটার স্যুইমিংয়ে মর্যাদাপূর্ণ সপ্তসিন্ধু জয়ের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরের ভূমিকন্যা সায়নী দাস। ইতিমধ্যেই তিনি বিশ্বজুড়ে সপ্তসিন্ধুর ৬টি চ্যানেল জয় করে ইতিমধ্যেই এশিয়া সেরা মহিলা সাঁতারুর তকমা লাভ করেছেন। বাকি রইল শুধুমাত্র জাপানের সুগারু স্ট্রেইট। তার জন্য তিনি এই মুহূর্তে মানসিকভাবে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। ২০২৬ সালেই সপ্তসিন্ধু জয় করার লক্ষ্য সায়নী দাসের।

রিচার বিশ্বজয়ে উত্তরবঙ্গে আনন্দের জোয়ার

সুমনা মণ্ডল : তিনিই একমাত্র বাঙালি ক্রিকেটার। শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষ বিশ্বজয়ের অন্যতম কাণ্ডারি। শিলিগুড়ির মেয়ের হাত ধরে বাঙালি প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেল। স্বাভাবিকভাবেই মধ্যরাতে মুম্বইয়ের উৎসবের রেশ দেখা গেল উত্তরবঙ্গেও। আনন্দের রেশ শিলিগুড়ির রিচার পাড়া সুভাষপল্লির নেতাজী মোড়ের বাসিন্দাদের। জয়ের পরই চলে মিষ্টি মুখ।

ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে রিচা ২৪ বলে ৩৪ রান করেন। ৩ বাউন্ডারি এবং দু'টি ছক্কা হাঁকান তিনি। পরে উইকেটের পিছনে একটি ভাল ক্যাচও ধরেন দলের উইকেটরক্ষক। রিচার এটাই প্রথম বিশ্বকাপ। এই প্রতিযোগিতায় ৮ ইনিংসে মোট ২৩৫ রান করেছেন তিনি। লিগ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই এসেছিল তাঁর সেরা ইনিংস। ৮ নম্বরে নেমে ৭৭ বলে ৯৪ রানের ইনিংস খেলেন রিচা। তাঁর ১১ চার ও ৪ ছক্কার এই ইনিংস বহু দিন মনে থেকে যাবে ক্রিকেটপ্রেমীদের। যদিও সেই ম্যাচটি ভারত জিততে পারেনি। সেই আক্ষেপ ফাইনালে মিটিয়েছেন রিচা। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েই শেষ হাসি হেসেছে হরমনপ্রীত বাহিনী।

রিচার এই সাফল্যে খুশি শিলিগুড়ির পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাও। এই জেলার গঙ্গারামপুরের বেলবাড়িতে তাঁর মামার বাড়ি। আদরের দাদুরানির (মামা বাড়িতে রিচার ডাক নাম) খেলা দেখতে জড়ো হয়েছিল মামার বাড়ির লোকজনের পাশাপাশি পাড়া পড়শিরা। বিশ্বকাপ জিতে আহ্লাদে আটখানা রিচা। ম্যাচ শেষে চোখে জল বাংলার এই বীর কন্যার। তিনি বলেন, 'অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম কবে ট্রফি হাতে পাব, অবশেষে সেই স্বপ্নপূরণ। ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না'। এর আগে বিশ্বকাপ জয়ের দোরগোড়ায় এসে ব্যর্থ হয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০০৩ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে অজিবাহিনীর হাতে পরাজিত হয় টিম ইন্ডিয়া। পরবর্তীতে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তি, চাকদা এক্সপ্রেস ঝুলন গোস্বামীও খুব কাছে পৌঁছালেও কাপ ছুঁতে পারেননি। রিচা পারলেন। প্রথম বাঙালি ক্রিকেটার হিসাবে বিশ্বকাপ উঠল তাঁর হাতে।

জয়ের নেপথ্যে বহরমপুরের বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ইতিহাস তৈরি করেছে বিশ্বজয়ী হয়ে। আর সেই দলকে সাফল্যের শীর্ষ পৌঁছে দেওয়ার নেপথ্যে রয়েছে এই বাঙালি যুবকের বিশ্বস্ত হাত। গত সাড়ে তিন বছর ধরে রিচা ঘোষদের নেটে থ্রো ডাউন দেওয়ার কাজটা নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন শচীন। বিশ্বকাপে জেমাইমা রডরিগেজ–স্মৃতি মন্ধানাদের দুরন্ত ব্যাটিংয়ের পিছনে রয়েছে তাঁর পরিশ্রমও। কিন্তু শচীন মণ্ডলকে ক'জন চেনেন এখনও? বহরমপুরের ২৪ বছরের যুবক শচীনও 'থ্রো ডাউন স্পেশালিস্ট'।

বছর চব্বিশের শচীনের বাড়ি বহরমপুরের ভাকুড়িতে। কেরিয়ার গড়তে চেয়েছিলেন ক্রিকেটার হিসাবে। প্রথমে বহরমপুর এবং পরে জিয়াগঞ্জে ৩ বছর অনুশীলনও করেন। তবে বুঝতে পেরেছিলেন, ২২ গজে নেমে সাফল্য পাওয়ার রসদ খুব একটা নেই তাঁর। তাই মাঠের বাইরে থেকে দলকে সাহায্য করার পথ বেছে নেন। জুনিয়রদের ট্রেনিং দেওয়ার অভিজ্ঞতা ছিলই। তা সম্বল করে ৫ বছর আগে, করোনা–পর্ব শেষে পাড়ি দেন বেঙ্গালুরু। সেখানে কিছুদিন কাটানোর পর সুযোগ পান এনসিএ–তে। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি শচীনকে। প্রথমে অনূর্ধ্ব–১৯ দলের (যে দলে খেলতেন মুশির খানরা) একটা সিরিজে কাজ করেন। তারপর সুযোগ পান জাতীয় মহিলা দলে। এরপর স্মৃতি–জেমিমাদের হাতে উঠে এল। বিশ্বকাপের সময় কেমন ছিল দলের পরিবেশ? 'এই দলটা সবসময় ফুরফুরে থাকে। হারলেও কেউ ভেঙে পড়ে না। সবাই সবার পাশে থেকে উৎসাহ দেয়', বলছিলেন শচীন, 'এবারও বিশ্বকাপে তিনটে ম্যাচ টানা হারার পর কেউ চাপে পড়েনি। বা অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালে অত রান করার পরও দল জয় নিয়ে নিশ্চিত ছিল। সেই মানসিকতাই আমাদের চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করেছে।'

প্রধানমন্ত্রীকে জার্সি উপহার বিশ্বজয়ী মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বজয়। স্বপ্নপূরণ। মেয়েদের জন্য গর্বিত দেশ। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে দেখা করলেন হরমনপ্রীত সহ গোটা বিশ্বজয়ী মহিলা দল। প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন স্বপ্নের 'বিশ্বকাপ'। শুধু দেখা বা সৌজন্য বিনিময় নয়, রীতিমতো ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলাপচারিতায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। লোক কল্যাণ মার্গে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মোদী দলের প্রত্যেক সদস্যকে অভাবনীয় সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান। প্রায় দু'ঘণ্টার আলাপচারিতায় শোনেন তাদের মুখে বিশ্বজয়ের গল্প ও মুহূর্তও। ফাইনালে আমানজোত কৌরের বিখ্যাত ক্যাচ নিয়েও কথা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্যাচ ধরার সময় নিশ্চয়ই তুমি বল দেখছিলে, কিন্তু ক্যাচ ধরার পর অবশ্যই তোমার ট্রফি দেখা উচিত। যখনই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতের নাম উজ্জ্বল হয়েছে, ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে সেই মুহূর্ত ভাগ করে নিতে ভুল করেননি প্রধানমন্ত্রী। তা সে অলিম্পিকের সাফল্য হোক বা দাবা। এ বার মহিলা বিশ্বজয়ীদের সঙ্গে দেখা করেও আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্য উত্সাহিত করলেন। ভারতীয় ক্রিকেটারদের তরফে সকলের সই করা একটি জাতীয় দলের জার্সি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর এ দিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের আগের

সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, 'আগেরবার যখন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, তখন হাতে ট্রফি ছিল না। কিন্তু এবার আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছি।' মোদী দেশের মেয়েদের জন্য ফিট ইন্ডিয়া বার্তাটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন।

এদিকে বিশ্বজয়ের মুহূর্তটিকে চিরকাল নিজের সঙ্গে রাখার জন্য হাতে ট্যাটু করিয়েছেন হরমনপ্রীত। নতুন ট্যাটুর সঙ্গে তিনি ছবিও পোস্ট করেছেন সমাজ মাধ্যমে। হরমনপ্রীত লেখেন, 'আমার শরীরে এবং হৃদয়ে চিরকাল গাঁথা থাকবে। প্রথম দিন থেকেই তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি। এবার থেকে প্রত্যেক দিন সকালে তোমাকে দেখব এবং কৃতজ্ঞ থাকব।' শুধু তাই নয়, এই জয় স্মরণীয় করে রাখতে জয়পুরে হরমনপ্রীতের মোমের মূর্তি উন্মোচিত হতে চলেছে।

দশে ঢুকে পড়লেন জেমিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওডিআই বিশ্বকাপের আগেই আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন স্মৃতি মান্ধানা। এরপর বিশ্বকাপ জয় হল ঠিকই, কিন্তু আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে আর পৌঁছনো হল না। শীর্ষে বসলেন বিশ্বকাপ খোয়ানো দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভার্ট। সদ্য সমাপ্ত মেয়েদের বিশ্বকাপে লরা উলভার্ট দারুণ ছন্দে ছিলেন। তিনি বিশ্বকাপে জোড়া সেঞ্চুরি ও জোড়া হাফ সেঞ্চুরি করেন। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফাইনালে তোলার নেপথ্যে তিনিই। বিশ্বকাপের এবারের আসরে উলভার্ট করেছেন ৫৭১ রান, যা মহিলাদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে যেকোনো ব্যাটারের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। তাতেই ৩ থেকে একলাফে শীর্ষস্থানে। ২ নম্বরে নেমে গেছেন স্মৃতি। সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হন স্মৃতি মান্ধানা। বিশ্বকাপের মঞ্চে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১০৯ রানের ইনিংস খেলেছিলেন স্মৃতি। একই সঙ্গে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৩৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। যা তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮২৮ এ পৌঁছে দিয়েছে।

তবে জেমিমা রডরিগেজ প্রথমবারের মতো ঢুকে পড়েছেন বিশ্বের সেরা দশ ব্যাটারের তালিকায়। ৯ ধাপ উপরে উঠেছেন তিনি। ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত ৪ ধাপ উঠে এসেছেন ১৪ নম্বরে। বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার হওয়া ভারতের দীপ্তি শর্মা ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩ ধাপ এগিয়ে ২১ নম্বরে উঠেছেন। ভারতের ফাইনাল জয়ের নায়িকা এবং ফাইনালে ম্যাচসেরা হওয়া শেফালি বর্মা ২৪ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৭৪ নম্বরে।

অলরাউন্ডারদের মধ্যে দীপ্তি শর্মা সেমিফাইনাল ও ফাইনাল মিলিয়ে ৭টি উইকেট এবং গুরুত্বপূর্ণ রান এনে উঠে এসেছেন ৪র্থ স্থানে। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দীপ্তি শর্মা ৫ম স্থানে রয়েছেন। ভারতের শ্রী চরনী, যিনি নকআউট ম্যাচগুলোতে জুটি ভাঙতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তিনি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭ ধাপ উঠে এসেছেন ২৩ তম স্থানে। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ইংল্যান্ডের সোফি একলেস্টন।

রাইজিং স্টার দলে ১৪ বছরের বৈভব

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপের টি–২০ টুর্নামেন্টে ভারতীয় দল ঘোষণা। আর তাতেই জ্বলজ্বল করছে ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। রঞ্জি খেলছেন, সেখানেও টি–২০ মেজাজে ব্যাটিং করছেন বৈভব। না ডেকে উপায় কী! বৈভব সূর্যবংশী বিহার দলের সহ অধিনায়ক। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ৬৭ বলে ৯৩ রানের ইনিংস খেলেছে বৈভব। ইনিংসে রয়েছে ৯টা চার ও চারটে ছক্কা। ১৩৮.৮০ স্ট্রাইক রেট।

ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক হয়েছেন ভারতের মূল টি–২০ দলের উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান জিতেশ

শর্মা। অবশ্য ১৫ জনের দলে একা বৈভবই নয়, আইপিএলে আলো ছড়ানো আরও অনেক তরুণ আছেন এই দলে। ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য, নেহাল ওয়াধেরা, নমন ধীর, রমণদীপ সিং, আশুতোষ শর্মা—সবাই পরিচিত মুখ। বাংলার অভিষেক পোড়েলও ডাক পেয়েছেন এই দলে। এই টিমে অবশ্য জায়গা পাননি গত কয়েক মাস ধরে ভাল ফর্মে থাকা আয়ুষ মাহত্রে।

এই টুর্নামেন্ট আগে পরিচিত ছিল 'এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ' নামে। এবারই প্রথম হচ্ছে টি–২০ সংস্করণে। ভারতের প্রাক্তন স্পিনার সুনীল যোশিকে দলের কোচ করা হয়েছে। আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত কাতারের দোহার ওয়েস্ট এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। ভারত সহ মোট ৮টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। ভারত–এ গ্রুপ বি তে রয়েছে। এই গ্রুপে অন্য দলগুলি হল ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও পাকিস্তান–এ। গ্রুপ এ তে রয়েছে আফগানিস্তান–এ, বাংলাদেশ–এ, শ্রীলঙ্কা এ এবং হংকং।

যুব এশিয়া কাপের ভারতীয় স্কোয়াড প্রিয়াংশ আর্য, নমন ধীর (সহ–অধিনায়ক), নেহাল ওয়াদেরা, সূর্যাংশ শিডগে, জিতেশ শর্মা (অধিনায়ক, উইকেটকিপার), রমনদীপ সিং, বৈভব সূর্যবংশী, হর্ষ দুবে, আশুতোষ শর্মা, যশ ঠাকুর, গুরজপনীত সিং, বিজয় কুমার বিশাখ, যুধবীর সিং চরক, অভিষেক পোড়েল, সূয়াশ শর্মা।

কলকাতা ময়দান

দেদার গড়াপেটা ফুটবলে!

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ময়দানের ফুটবল কলঙ্কিত। গড়াপেটার কালো ছায়া। যার জেরে গ্রেফতার ২। কলকাতা ময়দানে দীর্ঘদিন ধরেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ম্যাচ ফিক্সিং। তার জেরেই সক্রিয় সিন্ডিকেট রাজ। যার নেপথ্যে রয়েছেন খিদিরপুর ক্লাবের কর্তা আকাশ দাস। যার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ জমা পড়েছিল পুলিশের কাছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই অভিযোগের ভিত্তিতেই আকাশ দাসকে রবিবার গভীর রাতে বেলঘড়িয়ার বাড়ি থেকে লালবাজারে নিয়ে আসে কলকাতা পুলিশ। আকাশ দাস খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যানেজার। অন্যদিকে, রাহুল সাহা খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের মিডিয়া ম্যানেজার। তাকেও গ্রেফতার করা হয়। কলকাতার লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে দুটি ক্লাবের নাম জড়িয়ে ছিল ম্যাচ গড়াপেটায়। তার মধ্যে একটি ক্লাব হল খিদিরপুর ক্লাব। গত বেশ কয়েক মাস ধরে এই ম্যাচ গড়াপেটার তদন্ত চালাচ্ছিল কলকাতা পুলিশ। এবার ওই তদন্তের সূত্র ধরে খিদিরপুর ক্লাবের সঙ্গে জড়িত দু'জনকে গ্রেফতার করল লালবাজার। সোমবার দুপুরে লালবাজারে সাংবাদিক বৈঠক করে জানানো হয় আইএফএ থেকে কলকাতা পুলিশ একটি অভিযোগ পেয়েছিল তাদের সন্দেহ ছিল কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে কিছু ব্যক্তি ম্যাচ গড়াপেটা করে খেলার ফলাফল স্থির করে ফেলছে। এর মাধ্যমে একটি বেটিং চক্র চালিয়ে অভিযুক্তরা মোটা টাকা উপার্জন করছে বলে পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে। দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক জেরায় তাদের জেরা করে কয়েকজনের নাম জানা গেছে। এবার তাদের সন্ধানের শুরু হয়েছে পুলিশের তদন্ত। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, 'আমরা ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক নাম পেয়েছি। যাঁদের নাম পেয়েছি,

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করে। তদন্ত চলাকালীন অনেকের উপর নজরদারি শুরু হয়। অনেকের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। সংগ্রহ করায় বিভিন্ন ডিজিটাল তথ্য। এরপরই দুজনের দিকে সন্দেহ যায়। রবিবার এফআইআর দায়ের করে অভিযুক্ত এই দুই ব্যক্তিকে হেফাজতে নেয় লালবাজার। পুলিশ জানিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর ও বেলঘড়িয়া থেকে তাঁদেরকেও এই তদন্তের আওতাধীন এনে জিজ্ঞাসাবাদ করব। এই বিষয়ে আর যা যা আপডেট পাওয়া যাবে, সমস্ত কিছু জানানো হবে।' এরপর অবশ্য বেলেঘাটা থেকেও একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সুজয় ভৌমিক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বৌবাজার থানার পুলিশ। বর্তমানে ধৃতদের আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করবে পুলিশ।

ফুটবল খেলায় বসেছে গ্রামীণ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালির শ্রেষ্ঠ খেলা ফুটবল। যা দিন দিন প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে অথচ এরকম পরিস্থিতির মধ্যেও ৩৪ বছর ধরে তিনদিনব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে খয়রাসোল ব্লকের বারাবন মিলন সংঘ। এবছরেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। ১ নভেম্বর থেকে বীরভূম, বর্ধমান সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে। ৩ নভেম্বর চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় মুখোমুখি হয় বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থানার রফিউল একাদশ আদমপুর বনাম লোকপুর থানার ভালুকতোড় গ্রামের আল আমিন সংঘ। টানটান উত্তেজনার মধ্যে ভালুকতোড় আল আমিন সংঘ ১–০ গোলের ব্যবধানে বিজয়ী ঘোষিত হয়। বিজয়ী দলের হাতে ১,০১,০০০ টাকা, ট্রফি এবং বিজিত দলের হাতে ৭১,০০০ টাকা, ট্রফি প্রদান করা হয়। ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ, ম্যান অফ দ্যা সিরিজ এবং

শ্রেষ্ঠ গোলকিপার হিসেবে চিহ্নিত খেলোয়াড়দের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতি ভূমি কর্মাধ্যক্ষ রফিউল হোসেন খান, রূপুষপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি শঙ্কর গড়াই, বারাবন গ্রামের ভূমিপুত্র তথা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সেখ আক্তার, সমাজসেবী মান্নান হোসেন খান প্রমুখ উপস্থিত ছিল। খেলাকে ঘিরে ৩ দিনের গ্রামীণ মেলা বসে। গ্রামের প্রতি বাড়িতে আত্মীয়স্বজন সমাগম ঘটে। এটা অনেকটাই গ্রামে ঈদ বা দুর্গোৎসবের আকার ধারণ করে। খেলা কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণা করে খেলার মাঠের উন্নতির জন্য স্থানীয় সমাজসেবী শঙ্কর গড়াই ৩ লক্ষ টাকা দেবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি কর্মাধ্যক্ষ রফিউল হোসেন খান তার বক্তব্যে বলেন, 'বারাবন মিলন সংঘের সদস্য হিসেবে আজীবন থাকতে চাই। পাশাপাশি যেকোনো ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে।' ইতিপূর্বে বারাবন মিলন সংঘের ফুটবল খেলার মাঠে সোলার লাইটের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে আয়োজকরা জানান। বারাবন মিলন সংঘের সভাপতি সেখ রকিব, সহ সম্পাদক আসরফ খান, সদস্য আজমত খান, সহসভাপতি মোর্তাজ খান, সম্পাদক নিজামুদ্দিন খান রাজু, জের মহম্মদ খান সহ সকল সদস্যদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও পরিচালনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

মেমারিতে ফুটবল প্রতিযোগিতা

দেবাশিস রায় : ২ নভেম্বর অনূর্ধ্ব সতেরো এক দিবসীয় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি। মেমারি মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাব আয়োজিত এবারে দ্বিতীয় বর্ষের প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মোট ৮ টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। সেগুলি হল পাহাড়হাটি ফুটবল কোচিং সেন্টার, পূর্ব সাহাপুর ফুটবল আকাদেমি, খাড়ো যুবক সংঘ, পাণ্ডুয়া মিলন সংঘ, অ্যাডামাস ফুটবল আকাদেমি, রসুলপুর জয়যাত্রী ফুটবল কোচিং সেন্টার, হুগলি আল ইয়ামিন ফুটবল কোচিং সেন্টার এবং দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি। মেমারি খাড়ো ফুটবল ময়দানে প্রতিযোগিতাটির আসর বসেছিল। খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন মেমারির বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার রঞ্জন সরকার, ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

ফুটবলে কিক মেরে খেলার সূচনা করেন প্রবীণ ফুটবলার বিদ্যুৎ পাল। দিবাশেষে ফাইনালে মুখোমুখি হয়ে হুগলি আল ইয়ামিন ফুটবল কোচিং সেন্টার এবং দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেউ কোনও গোল করতে পারেনি। অবশেষে টাইব্রেকারে ৫–৪ গোলের ব্যবধানে খেলার নিষ্পত্তি হয়েছিল এবং চ্যাম্পিয়ন হয় হুগলি আল ইয়ামিন ফুটবল কোচিং সেন্টার। এদিনের খেলায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ ও ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট যথাক্রমে মনোনীত হয় চ্যাম্পিয়ন দলের তরুণ মুর্মু এবং অভিজিৎ সোরেন। সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হয় দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমির বিশাল মজুমদার। এদিন দর্শকদের বাড়তি মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিযোগিতা চলাকালীন স্থানীয় প্রাক্তন খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি প্রদর্শনী ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আয়োজক সংস্থার সভাপতি শৌভিক রায়চৌধুরির দাবি, মোবাইলে বুঁদ কিশোর ও যুবসমাজকে মাঠমুখী করার জন্যই তাদের এধরনের উদ্যোগ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com